বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০১, পৌষ-মাঘ ১৪২৩, জানুয়ারি ২০১৭

এ সংখ্যায়

- একাদশ জাতীয় রোভার মুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
- পুরান ঢাকায় বর্ণিল বর্ষবরণ
- বিপি'র আত্মকথা
- তথ্য প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গীকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১ ■ সংখ্যা ০১
পৌষ-মাঘ ১৪২৩
জানুয়ারি ২০১৭

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

কালের ধারায় অতীত হল আরও একটি বছর। নতুন প্রভাতের রাঙা আলোয় *অগ্রদূত* পদার্পণ করলো সফলতার ৬১ বছরে। দেশের প্রকাশনা জগতে শিশু কিশোর যুবাদের উপজীব্য মাসিক সাময়িকী বা মূখপত্র হিসেবে ধারাবাহিক প্রকাশনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে *অগ্রদূত*।

১৯৫৭ ইংরেজি সাল থেকে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে এই প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ স্কাউটসের অবদান ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দীবাদার।

এ বছর আরো নতুন আঙ্গিকে প্রকাশনা কার্য অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা অটুট থাকবে। এই সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়া লেখক-সংবাদদাতা ও বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহ উদ্দীপনা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় *অগ্রদূত* বাংলাদেশ স্কাউটসের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সর্ব মহলে। লেখক-পাঠক *অগ্রদূত* সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এ পত্রিকাটি দেশের সার্বিক মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাবে এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে একাদশ জাতীয় রোভার মুট। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় রোভার মুটের শুভ উদ্বোধন করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন মুদ্রিত হলো।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধন অনুষ্ঠানের।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

একাদশ জাতীয় রোভার মুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	০৩
একাদশ জাতীয় রোভার মুটের ১৫টি চ্যালেঞ্জ	০৫
গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (জিডিভি)	১০
একাদশ জাতীয় রোভার মুটের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি	১১
এক নজরে একাদশ জাতীয় রোভার মুট	১২
একাদশ জাতীয় রোভার মুটে বিভিন্ন প্রকাশনা	১৩
পুরান ঢাকায় বর্ণিল বর্ষবরণ	১৪
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১৫
একাদশ জাতীয় রোভার মুটের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি	১৭
স্বদেশ-বিবৃতি	২৫
ছড়া-কবিতা	২৬
তথ্য-প্রযুক্তি	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
স্বাস্থ্য-কথা	২৯
ভ্রমণ কাহিনী	৩০
বিজ্ঞান বিচিত্রা	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানাঃ bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগেঃ সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমনন্ত্রীর ডান পার্শ্বে স্কাউটসের সভাপতি ও বাম পাশে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি

“আমরা সবাই মিলে দেশকে শান্তিময় করব”

“তোমরাই হবে সোনার দেশ গড়ার সোনার সন্তান”

“সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইউনিট চালু করতে হবে”

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

“শান্তিময় জীবন উন্নত দেশ” এই থিমকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে সফলভাবে সম্পন্ন হলো একাদশ জাতীয় রোভার মুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখ সকালে জেলা শহরের মানিকদহে সপ্তাহব্যাপী একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেয়েদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইউনিট চালু করতে হবে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২টি করে কাব স্কাউট ইউনিট, ২টি করে স্কাউট ইউনিট এবং ২টি করে রোভার স্কাউট ইউনিট চালু করারও নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে স্কাউট সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। বাংলাদেশ স্কাউটস ২০২১ সালের মধ্যে ২১ লক্ষ স্কাউট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। স্কাউটিং এর গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান; মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল।

এর আগে সকাল ১১টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

রোভার মুট ময়দান বঙ্গবন্ধু এ্যারিনায় এসে পৌঁছালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ শাহ কামাল, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এ সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে রোভার মুটের স্কার্ফ, ব্যাজ ও ক্যাপ পরিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

এরপর পতাকা অভিবাদনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানানো হয়। এই প্যারেড পরিচালনা করেন প্যারেড কমান্ডার নৌ রোভার স্কাউটের অসিতা চাকমা। এই মুট উপলক্ষে উদ্বোধনী খাম ও ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ ও অবমুক্ত করা হয়। এরপর বিভিন্ন স্কাউট দলের ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নিদুর্ঘটনা ও শীতার্থ মানুষের সেবায় স্কাউটদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশ স্কাউটসকে এসব ক্ষেত্রে সেবাধর্মী কাজ আরো বিস্তৃত করার নির্দেশ দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, দশ হাজার রোভার স্কাউট, লিডার ও কর্মকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস আরো সঠিকভাবে জানতে পারবে এবং স্থানীয় গ্রামে সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে বিশেষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন

অবদান রাখবে। তিনি আরোও উল্লেখ করেন, আমাদের রোভার স্কাউটরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে থাকে। সমাবেশে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে প্রধান জাতীয় কমিশনার উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালে সরকার কর্তৃক পাশকৃত বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও শতাব্দি ভবন নির্মাণ প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নাধীন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সভাপতির বক্তব্যে বলেন, স্কাউটরা দেশে রানা প্লাজার মত দূর্ঘটনায় উদ্ধার তৎপরতাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করে থাকে। এর পাশাপাশি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত প্রতিবেশী দেশ নেপালে উদ্ধার কাজ ও পূনর্গঠনে বাংলাদেশ স্কাউটস ভূমিকা রেখেছে।

এর আগে একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব শাহ কামাল স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে, দেশের উন্নয়নে কাজ করতে স্কাউটরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁবু এলাকা পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট ছেলে-মেয়েদের সাথে মুট এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমিতে আয়োজিত এই সমাবেশে সারা দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মুক্ত রোভার গ্রুপের ১০ সহস্রাধিক রোভার, রোভার নেতা ও কর্মকর্তা ৪টি ভিলেজে অবস্থান নিয়ে কার্যক্রম চালায়। ৪টি ভিলেজকে ৩টি করে মোট ১২টি সাব ক্যাম্পে ভাগ করা হয়েছে। ৮৭৪টি রোভার ইউনিট এসব সাব ক্যাম্পে অবস্থান করেছেন। মুটের মেইন এ্যারিনার নাম বঙ্গবন্ধু এ্যারিনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের শোকাবহ হত্যাকান্ডের পর ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে নিহত ৪ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচ এম কামারুজ্জামান-এর নামানুসারে ৪টি ভিলেজের নামকরণ করা হয়েছে।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর ১৫টি চ্যালেঞ্জ

একাদশ জাতীয় রোভার মুটে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা ১৫টি আকর্ষণীয় ও চালেঞ্জিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

চ্যালেঞ্জ-১ : সুস্থ দেহ সুন্দর মন

"আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে।" যুবরা জাগলেই জেগে উঠবে দেশ। প্রতিদিন ভোরবেলা পূর্বকাশে ভোরের আলো ফোঁটার আগেই রোভাররা ভোরের পাখির মতো জেগে ওঠে। একাদশ জাতীয় রোভার মুটে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটদের কলরবে মুট এলাকা হয়ে ওঠে মুখরিত। রোভারদের দিনের শুরু হয় সুস্থ দেহ সুস্থ মন চ্যালেঞ্জের আরোবিক্স, বিপি পিটি, টার্ণ আপ, মার্চ পাস্ট, ইয়োগা, ফিটনেস ব্যায়াম ও স্ট্রেইচিং এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

চ্যালেঞ্জ-২ : তাঁবু কলা

তাঁবু, থাকার জায়গা হিসেবে অন্যরকম মজার। মাঘ মাসের কনকনে ঠান্ডা আর কুয়াশাভেজা রাতে তাঁবুতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণই ভিন্ন। বরাবরের মত একাদশ জাতীয় রোভার মুটেও রোভাররা রাত্রিযাপন করেছে তাঁবুতে। পুরো ক্যাম্প সময়টা সারাদিনের নানা চ্যালেঞ্জ ও অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া এবং তা শেষ করে রোভার স্কাউটরা আবার ফিরে আসে তাঁবুতে। এই অস্থায়ী আবাসে থাকার দিনগুলো আরো আনন্দঘন করতে তাঁবু ও এর আশপাশের এলাকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে তারা। সুস্থ থাকার জন্য নখ ও চুলের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি নিজেদের স্মার্টনেস এর দিকেও নজর রাখে। কেননা এই তাঁবুকে ঘিরে রয়েছে তাঁবু কলা চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিন সকালে সাব ক্যাম্প ভিত্তিক সবগুলো ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, টার্ণ আপ, উপস্থিতি, পোশাক, ব্যাগ, জুতা, নখ, চুল, স্মার্টনেস, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনকারীরা মূল্যায়ণ করেন। মূল্যায়ন শেষে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সেরাদের দেয়া হয় গৌরব পতাকা।

চ্যালেঞ্জ-৩ : জল তরঙ্গ

জলের মধ্যে খেলা, এতো জলের সঙ্গে মিতালী। মায়াবতী মধুমতির তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা গোপালগঞ্জে এসে সেই মিতালীর কথা কি ভুলা যায়! আর তাইতো ওয়াটার হ্যান্ডবল, ওয়াটার ভলিবল, সুইমিং রেস, ভেলা পারাপার, টিউব রেস, নৌকা বাইস, ওয়াটার স্লিপার, মাছ ধরা, পানিতে সুড়ঙ্গ অতিক্রম এসব জলকেলিতে মেতে ছিল রোভার স্কাউটরা। অনেকেই জীবনে প্রথমবার বড়শীতে মাছ ধরতে পেরে আনন্দে আত্মহারা। যারা সাঁতার জানেন শুধু তারাই চ্যালেঞ্জে অংশ নেবে এমন শর্ত থাকলেও পানিতে নামতে যারা ভয় পায়, তারাও কম উপভোগ করেনি এই চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ-৪ : বাঁধা পেরিয়ে

জীবন সংকটময়। তাই জীবনের বাঁকে বাঁকেই বারংবার বিভিন্ন সংকট সামনে এসে যায়। রোভার স্কাউটরা তাদের সামনে আসা সকল বাঁধাকে সাহসের সাথে গ্রহণ করে। মুটে Obstacle চ্যালেঞ্জটি রোভারদেরকে ভবিষ্যতে সাহসী, উদ্যমী ও কষ্টসহিষ্ণু হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের দুঃসাহসী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে স্পাইডার নেট, ফ্রেঞ্চ ট্রপেজ, টায়ার পাসিং, এরিয়্যাল রানওয়ে, লিফ্‌ট এন্ড রোপ, রক ক্লাইম্বিং, সুড়ঙ্গ অতিক্রম, দড়ি দিয়ে খাল পারাপারে অংশগ্রহণ করে।

চ্যালেঞ্জ-৫ : অজানার পথে

যেতে হবে, কিন্তু কোথায়? জানা নেই গন্তব্য। ভয় নেই, হাতে আছে ফিল্ড বুক আর কম্পাস। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রযুক্তিভিত্তিক দিক নির্দেশনা। কাজেই অজানার পথে যাত্রা করে গন্তব্য খুঁজে বের করা খুব একটা কঠিন নয়। কেননা রোভার স্কাউটরা অনুসন্ধিৎসু আর হাইকিং তাদের পছন্দের চ্যালেঞ্জ। এবারের হাইকিংয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় আগের রাত থেকেই। যাত্রার আগের রাতে প্রতিটি ইউনিটের সিনিয়র রোভার মেটদের কি-কার্ড ও ফ্ল্যায়ারের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়। হাইকিং শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে কি-কার্ড অনুযায়ী হাইকিংয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ফিল্ড বুক আপলোড হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় যাত্রা। কম্পাসের সাহায্যে হাইক স্টেশনে পৌঁছে যায় তারা। এরপর ফেসবুক পেইজে পাওয়া ম্যাসেজটি ডিকোডিং করে রোভাররা। হাইক মাস্টারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী পরের গন্তব্যে পৌঁছায়, যা হয় তাদের সেই রাতের ঠিকানা। তারপর চলে নিজেদের মধ্যে গান-বাজনা ও বিনোদনের আয়োজন। আর খাবার-দাবার? তার জন্য রোভাররাতো ব্যাক উড্‌সম্যান কুকিংয়ে পারদর্শীই।

চ্যালেঞ্জ-৬ : আনন্দ খেলা

দড়ি টানা কিংবা তিন পায়ে দৌড়, বা যদি হয় পিচ্ছিল কলা গাছ বেয়ে উঠা, তবে কেমন হয়? তাও আবার খোলা আকাশের নিচে নদীর তীরে! না, ভুল কিছু পড়ছেন না আপনি। সত্যিই তাই হচ্ছে "আনন্দ খেলা" চ্যালেঞ্জ। মধুমতির তীরে এই খেলাগুলো ছাড়াও জনপ্রিয় ফুটবল, সর্ট পীচ ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবলও খেলেছে মুটে আগত রোভাররা। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী খেলা কাবাডি ও গোল্লাছুট রোভারদের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

চ্যালেঞ্জ-৭ : মানুষ মানুষের জন্য

'পৃথিবীকে তোমরা যেভাবে পেয়েছো তার চেয়ে আরো একটু ভালো রেখে যাও'। স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েলের এই বাণীকে অন্তরে ধারণ করে মানবসেবায় নিবেদিত রোভার স্কাউটরা। মানুষের পাশে সহানুভূতিশীল অবস্থানই সুন্দর পৃথিবী গড়ার মূলমন্ত্র। তাই মুটে এসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবেশজনিত সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়ায় সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি পালন করে রোভার স্কাউটরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বীজ বিতরণ, সবজি বাগান তৈরি, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরিক্ষা, চারা রোপণ এবং রাস্তা মেরামতের মত কাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে করে দেখায়। এছাড়াও স্যানিটেশন, বন্ধু চুলা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে করণীয়, শিশু সুরক্ষা, ইভটিজিংসহ সচেতনতামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

চ্যালেঞ্জ-৮ : যাবো বহুদূর

এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার সময় তার। জীবনই এক যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা সফলতা সকলের প্রত্যাশা। কিন্তু সবাই কি পারে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে? না। না পারার পেছনে থাকে অনেক কারণ। আর এই কারণগুলো খুঁজে বের করে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতেই 'যাবো বহুদূর' চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শীরা ক্যারিয়ার প্লানিং, পেশাগত লক্ষ্য ও প্রস্তুতির বিষয়ে দিক নিদের্শনা দিচ্ছেন। আর রোভারিংয়ের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অজর্নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শতো রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ-৯ : জিডিভি

জানার আছে অনেক কিছু। এই চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে রোভার স্কাউটরা বঙ্গবন্ধুর জীবনীসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ পায়। এছাড়াও এই চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং গ্রামীণ, প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ পায়। রোভার স্কাউটরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজে উপস্থিত হয়ে এই চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। এখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল অঞ্চলের পক্ষ থেকে তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াসেও ছিল নিজস্ব স্টল। প্রত্যহ মেলায় অংশগ্রহণকারী ও স্থানীয় মানুষদের আনন্দ দিতে ছিল গ্রামীণ মেলার নাগরদোলা, বায়োস্কোপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ম্যাজিক শো সহ মজাদার সব আয়োজন।

চ্যালেঞ্জ-১০ : আমার দক্ষতা

পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান ও অনুমান স্কাউটিংয়ের প্রাণ। নিজেরা কতটুকু জানি আর জানি না তার প্রমাণ দিতেই চ্যালেঞ্জ- আমার দক্ষতা। প্রাথমিক প্রতিবিধানে Skull, Joe, Knee ব্যান্ডেজ; পাইওনিয়ারিংয়ে ট্রাসেল, ফ্ল্যাগ পোল, পোল মাংকি ব্রিজ; অনুমানে জ্যামিতিক পদ্ধতি, ইঞ্চি টু ফিট, ছায়া পদ্ধতিতে উচ্চতা মাপা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে রোভার স্কাউটরা। তবে ভয় নেই, ভুলে গেলেও শিখে নেয় পুরনো বিষয়গুলো।

চ্যালেঞ্জ-১১ : বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত এই মহান নেতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুটে আগত রোভার স্কাউটরা। বঙ্গবন্ধুর আলোকচিত্র গ্যালারি থেকে বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা, বিশ্ব নেতাদের সাথে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও বিশ্বমঞ্চে বঙ্গবন্ধু সর্ম্পকে জানার সুযোগ পায় রোভার স্কাউটরা। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখানো হয়। পরে ইউনিটভিত্তিক প্রশ্নপত্র ও বুকলেট দেয়া হয়।

চ্যালেঞ্জ-১২ : আমরাও পারি

পারিব না একথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার। পারা আর না পারায় রোভারদের দলগত এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা যাচাই ও প্রমাণের প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ আমরাও পারি। এমসিকিউ পদ্ধতিতে কুইজ প্রতিযোগিতা, পাওয়ার পয়েন্ট, স্থির চিত্র, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে ডকুমেন্ট তৈরীতে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে রোভার স্কাউটরা। 'শান্তিময় জীবন উন্নত দেশ', 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রোভার স্কাউট', 'মেট্রোরেল ও ফ্লাইওভার ব্যবস্থাই যানজট নিরসনের একমাত্র উপায়' সহ আরো যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে বারোয়ারি ও সংসদীয় বিতর্কে অংশ্রগহণ করছে রোভার স্কাউটরা। দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে উপস্থিত বক্তৃতাতেও।

চ্যালেঞ্জ-১৩ : তাঁবুজলসা

"ক্যাম্পফায়ার ক্যাম্পফায়ার এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার...!" স্কাউটিং এর আনন্দদায়ক কার্যক্রম ক্যাম্পফায়ার বা তাঁবুজলসা। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে আগুন প্রজ্জ্বলন করে নাচ, গান, মুখাভিনয়, আবৃত্তি, অভিনয়সহ বিভিন্ন পরিবেশনায় মেতে উঠে রোভার স্কাউটরা। স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল আফ্রিকায় জুলু সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থানকালীন সময়ে জুলুদের আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ করার বিষয়টি স্কাউটিংয়ে অর্ন্তভূক্ত করেন। রোভার মুটে প্রথমে সাবক্যাম্প ভিত্তিক, এরপর ভিলেজ ভিত্তিক ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হয়। আর সর্বশেষ আকর্ষণ মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয় ৩১ জানুয়ারি।

চ্যালেঞ্জ-১৪ : শান্তি ও সম্প্রীতি

একটি মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ 'শান্তি ও সম্প্রীতি'। ধর্ম পালনের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের নীতিগত সাদৃশ্য নিয়ে ওপেন ফোরামের আয়োজন করা হয় চ্যালেঞ্জটিতে। সকল ফোরামের একজন করে বিশেষজ্ঞ ফোরামে বক্তব্য দেন। শুধু তাই নয় অংশগ্রহণকারী রোভারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তারা। সব ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করাই এই চ্যালেঞ্জের মূল লক্ষ্য।

চ্যালেঞ্জ-১৫ : আমার সময়

কঠিন কঠিন সব চ্যালেঞ্জের ভীড়ে নিজের জন্য একটু সময়, কিন্তু কখন? হ্যাঁ, 'আমার সময়' চ্যালেঞ্জের মধ্যেই পাওয়া যায় সেই সময়। খেলার ছলে শেখা আর আনন্দ করার মধ্যেই অন্যরকমের ভালো লাগা। যে ভালো লাগা থেকেই আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখা, দেয়াল পত্রিকা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, গান আনন্দ, মোবাইলগ্রাফি, এসএমএস কনটেস্ট, আইকন জোন ও ক্রিকেট টিম নির্বাচনে ভোটাভুটিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। শুধু তাই নয়, নতুনত্ব এনেছে MOP কার্যক্রম।

গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (জিডিভি)

মুক্ত বাতায়ন পথে প্রতিবেশীর খবরা-খবর পাওয়া যায়। আশপাশের এলাকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান উন্নতির অগ্রগতির খবর নেয়া যায়। সে লক্ষ্যে মুট প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয় গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (জিডিভি) নামের মুক্ত বাতায়ন। উন্নত দেশ বিনির্মানে যুবদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জিডিভি -তে স্টলের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত প্রদর্শনে নিরলস ভাবে কাজ করে। দেশের উন্নয়নের বিজয়গাঁথার কথা গোপালগঞ্জবাসীকে জানানোর জন্যই এই আয়োজন। এখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল অঞ্চলের পক্ষ থেকে তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াসে স্থাপন করে নিজস্ব স্টল। প্রত্যহ মেলায় অংশগ্রহণকারী ও স্থানীয় মানুষদের আনন্দ দিতে রয়েছে গ্রামীণ মেলার নাগরদোলা, বায়োস্কোপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ম্যাজিক শো সহ মজাদার সব আয়োজন। প্রতিদিন দেশের খ্যাতনামা শিল্পী গান পরিবেশন করে এবং যাদু শিল্পী যাদু প্রদর্শন করে সকলকে আনন্দ প্রদান করে। একাদশ জাতীয় রোভার মুটে গোপালগঞ্জের ওহাব মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ৮৪টি প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে এবং টুঙ্গিপাড়ায় সরকারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ মাঠে ৮৫টি প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে।

মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে স্মারক উপহার দিচ্ছেন সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি

সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

২৬ জানুয়ারি জিডিভি'র উদ্বোধিত জিডিভি কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করেন একাদশ জাতীয় রোভার মুটের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ শাহ কামাল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি জনাব হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান, গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব চৌধুরী এমদাদুল হক।

৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাজাহান খান প্রধান অতিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সভাপতি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, পুলিশ সুপার, গোপালগঞ্জ, উপজেলা চেয়ারম্যান, গোপালগঞ্জ সদর। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবদুল হক, জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস।

গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজে গান পরিবেশন করছেন জনাব আবদুল কুদ্দুস বয়াতি

একাদশ জাতীয় রোভার মুটের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি

একাদশ জাতীয় রোভার মুটে ৪টি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানসমূহ: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, টপ অ্যাটিভার'স গ্যাদারিং, উডব্যাজারস' গ্যাদারিং ও মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ইং তারিখ সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা শহরের মানিকদহে সপ্তাহব্যাপী একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান; মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল।

টপ অ্যাটিভার'স গ্যাদারিং

'শতশত রোভারের মিলনমেলায়, নব ঊষা আলো দেয় বেলা অবেলায়' সঞ্চালক মাইনুল হাসান মৃধা স্কাউটিং জীবনের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ডধারীদের এভাবেই স্বাগত জানিয়ে টপ অ্যাচিভার'স গ্যাদারিংয়ের সূচনা করেন। স্কাউটিংয়ের ৩ শাখায় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউটরা যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি মুটের তৃতীয় দিন ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ সকাল ৯টায় একাদশ জাতীয় রোভার মুটের বঙ্গবন্ধু মেইন এরিনায় অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিশনার(প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা জনাব মোঃ আবদুল করিম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক।

মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান

৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একাদশ জাতীয় রোভার মুটের বঙ্গবন্ধু মেইন এরিনায় অনুষ্ঠিত হয় মহা তাঁবুজলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বক্তব্য রাখেন মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ। অনুষ্ঠানে দেশের ৮টি প্রতিষ্ঠান ও কন্টিনজেন্ট থেকে ৮টি বিষয় উপস্থাপনা এবং নেপাল কন্টিনজেন্ট এর ১টি বিষয় উপস্থাপনা করা হয়।

মহা তাঁবুজলসা শেষে মুট চীফ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উডব্যাজারস' গ্যাদারিং

একাদশ জাতীয় রোভার মুটের চতুর্থ দিন বেলা ৩টায় ক্যাফে গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় উডব্যাজার'স গ্যাদারিং। উডব্যাজার'স গ্যাদারিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম খান, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. শাহ্ আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)। অংশগ্রহণকারীদের আটটি ভাগে বিভক্ত করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ১৫ আগস্টে নিহত সদস্য, ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, গ্রামীণ জনপদের এই জেলায়, বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান গর্বিত গোপালগঞ্জে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি আমার চাকুরী জীবনে অনেক সম্মান, গ্লানি ও বেদনা পেয়েছি। একাদশ জাতীয় রোভার মুট আমার সকল না পাওয়ার বেদনা ও গ্লানি মুছে দিয়েছে। আপনাদের পেয়ে গোপালগঞ্জবাসী গর্বিত। এখানকার অনুভূতি আপনাদের অনেকদিন স্মৃতিপটে থাকবে বলে আমি বিশ্বাসী।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

এক নজরে একাদশ জাতীয় রোভার মুট

বাস্তবায়নের তারিখ	:	২৫-৩১ জানুয়ারি, ২০১৭
মুট থীম	:	"শান্তিময় জীবন উন্নত দেশ"
মুট ভেন্যু (মূল অ্যারিনা)	:	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের হাউজিং প্রকল্প, মানিকদহ, গোপালগঞ্জ
মুট ভেন্যু (ক্যাম্প ইন ক্যাম্প)	:	টুঙ্গিপাড়া
মূল এরিনা	:	বঙ্গবন্ধু এরিনা
ক্যাম্প ইন ক্যাম্প	:	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
মুট ভিলেজ (৪টি)	:	(১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (২) তাজউদ্দিন আহমদ (৩) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও (৪) এ এইচ এম কামারুজ্জামান
সাব ক্যাম্প (১২টি)	:	(১) মধুমতি নদী (২) টুঙ্গিপাড়া খাল (৩) চান্দার বিল (৪) আড়িয়াল খাঁ (৫) বাঘিয়ার বিল (৬) বর্ষাপাড়া বিল (৭) কুমার নদ (৮) চন্দনা নদী (৯) বিল বাজুনিয়া (১০) ঘাঘর নদী (১১) মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেল (১২) বিল জোয়ারিয়া
মুটের উদ্বোধক	:	**শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুট চীফ	:	ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস
সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি	:	জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার(সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস
মুট প্রোগ্রাম	:	১৫টি চ্যালেঞ্জ
কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি	:	০৪টি (উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, টপ অ্যাচিভার'স গ্যাদারিং, উডব্যাজার'স গ্যাদারিং, মহা তাঁবুজলসা)
জিডিভি	:	০২টি (ওহাব স্কুল, গোপালগঞ্জ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কলেজ, টুঙ্গিপাড়া
প্রচার	:	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার
স্মারক ডাক টিকেট	:	১০.০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশ
স্মরণিকা প্রকাশ	:	১টি
জিডিভি প্রকাশনা	:	১টি
মুট সমাচার প্রকাশ	:	২টি
মুট প্রোগ্রাম গাইড প্রকাশ	:	১টি
অংশগ্রহণকারী ইউনিট	:	৮৬৪টি (ছেলে-৭০১টি, মেয়ে-১৬৩টি)
ইউনিট লিডার	:	৮৬৪ জন (পুরুষ-৭০১ জন, মহিলা-১৬৩ জন)
রোভার স্কাউট (অংশগ্রহণকারী)	:	৬৯১৬ জন (ছেলে-৫৬০৮ জন, মেয়ে-১৩০৮ জন)
স্বেচ্ছাসেবক (রোভার স্কাউট)	:	৪১২ জন (ছেলে-৩৪৮ জন, মেয়ে-৬৪ জন)
কন্টিনজেন্ট লিডার	:	৬৭ জন
কর্মকর্তা	:	৫৮৭ জন (পুরুষ-৪৯৪ জন, মহিলা-৯৩ জন)
স্বাস্থ্য সেবাদানে	:	২৩৮ জন
আনসার	:	১৪ জন
ফায়ার সার্ভিস	:	২৫ জন
পুলিশ	:	৪৫ জন
জিডিভি	:	৪০৪ জন
বিদ্যুৎ	:	১৪ জন
পানি বিশুদ্ধকরণ	:	২৭ জন
প্লাম্বার	:	০৮ জন
পরিচ্ছন্নকর্মী	:	০৪ জন
সাপোর্ট সার্ভিস	:	৩৮৫ জন
সর্বমোট	:	**১০০১০ জন**

জাতীয় রোভার মুটে বিভিন্ন প্রকাশনা

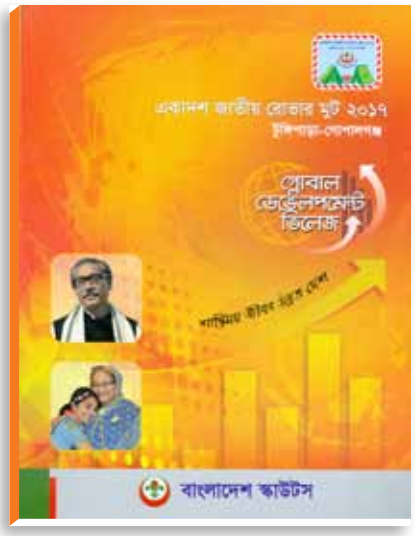

যাদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে

- জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
- জনাব এহসান খান
- জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক
- জনাব মো. মশিউর রহমান
- রোভার মাইনুল হোসেন মুন্না
- রোভার স্বপন কুমার
- রোভার রায়হান হোসেন রনি
- রোভার মো. ফরহাদ
- রোভার আবু জাফর মল্লিক
- রোভার নাজমুল হাসান সৈকত
- রোভার এম এম আরিফুর রহমান
- রোভার মো. জোনায়েত আলম হৃদয়

পুরান ঢাকায় বর্ণিল বর্ষবরণ

আমার দেখা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আতশবাজি দেখলাম। আকাশে উড়লো হাজার খানেক ফানুস। বাড়ির ছাদে ছাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জড়ো হওয়া। অতি উৎসাহী দু'একজনকে দেখলাম বায়নোকুলার দিয়ে দূরের ছাদ পর্যবেক্ষণ করতে। যুবতী এবং মহিলাদের সাজগোজ আর দালানগুলোর আলোকসজ্জা দেখলে মনে হবে হয়তো একেকটা বিয়ে বাড়ী! কিন্তু না। এ সকল আয়োজন আর আনুষ্ঠানিকতা শুধুমাত্র নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার জন্যে। সাউন্ড বক্সের কল্যাণে সন্ধ্যার পর থেকেই ছাদে ছাদে উচ্চ শব্দে গান শোনা যাচ্ছিল। রাত এগারোটার পর থেকে আস্তে আস্তে শুরু হলো আতশবাজি আর ফানুস ওড়ানো। সাড়ে এগারোটার দিকে কৃষ্ণপক্ষের রাত আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠলো। মুহুমুহু ফাটতে থাকলো বিভিন্ন কিসিমের পটকা আর আতশ বাজি। চারপাশের ঘনকালো আকাশে ফুটে উঠলো আলোর ঝলকানি। আতশবাজির তীব্রতায় রাত বারোটার কিছু আগে আর পরের সময়ে রুমে থাকা মানুষের সাথে কথা বলতেও শব্দ বিভ্রাট পরিলক্ষিত হলো! চললো রাত সাড়ে বারোটা অবধি। তবে এতেই শেষ নয়। রাতের শেষ প্রহর অবধি বিচ্ছিন্নভাবে থেমে থেমে চলল আতশবাজি। এমন আনুষ্ঠানিকতা দেখে মনে হলো কোন রাজসিক আয়োজনে বর্ষবরণ চলছে। বলছিলাম পুরান ঢাকায় বর্ষবরণের কথা। এমন আয়োজন আর আনুষ্ঠানিকতা কেবল পুরান ঢাকায় সম্ভব বলেই মনে হলো। যেখানে বছরের প্রতিটি দিনই উৎসব। নতুন করে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না। লাগে না কোন উপলক্ষ্য। ইচ্ছে হলেই ঘুড়ি ওড়ানো। কবুতর পোষা। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসা ইত্যাদি যেন এখানকার নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার।

বাংলা বর্ষবরণ আর চৈত্র সংক্রান্তি দুই উপলক্ষেই জমে ওঠে পুরান ঢাকা। শুধু রমনা পার্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা বা ধানমন্ডি নয়, ঘুরে দেখা যেতে পারে পুরান ঢাকাও। পুরান ঢাকার নানা মেলার মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির দিন শুরু হওয়া মেলার আবেদন অন্য রকম। এক সময় চকবাজার, ধূপখোলা মাঠ, ফরিদাবাদ, ধোলাইখাল, কামরাঙ্গীরচর, শ্যামপুর, শাঁখারীবাজারসহ পুরো ঢাকায় মেলা বসত। এখন ততটা ব্যাপক না হলেও পুরান ঢাকাবাসীর কাছে সেই মেলার আকর্ষণ একটুও কমেনি। তাছাড়া শাঁখারীবাজার ও তাঁতীবাজার এলাকায় নববর্ষের দিন হালখাতা অনুষ্ঠানও বেশ উপভোগ্য। শাঁখারীবাজারের বর্ষবরণ বা গদিসাইদ অনুষ্ঠানটি বেশ আকর্ষণীয়। বৈশাখের সকাল থেকেই পুরান ঢাকায় শুরু হয় প্রার্থনা। ইসলামপুর ও বাংলাবাজারসহ এ এলাকার ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মিলাদের আয়োজন করেন। প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করেন নতুন বছরের ব্যবসায়িক লেনদেন; খোলেন হিসাবের নতুন খাতা- হালখাতা। শাঁখারি বাজারের হিন্দু সম্প্রদায়ও পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে দোকানে নতুন খাতা খুলে থাকেন। শাঁখারী বাজার ঘুরে এসব অনুষ্ঠান দেখে ঢাকার স্বামীবাগের কাছে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমের মেলায় ঢুঁ মারা যেতে পারে। আবার গেন্ডারিয়া এলাকার ধূপখোলা ময়দানের মেলার খুব নামডাক ছিল একসময়। আগের মতন আয়োজন না থাকলেও পুরোনো ঐতিহ্য ধরে এখানে মেলা বসে প্রতিবছর। একই কথা বলা যায় ধোলাইখালের বেলায়ও। এখানকার মেলার আদিরূপ এখন আর নেই। তবে ঐতিহ্য বলে কথা! তাই নববর্ষে এখানে মেলা বসা যেন সেই প্রাচীন রীতি। রীতি মেনেই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বর্ষবরণের মেলা। বাহাদুর শাহ পার্কে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে গানে গানে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। থাকে মানুষের উপচেপড়া ভিড়। দর্শকরা শিল্পীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা ছেড়ে গান গেয়ে নববর্ষকে বরণ করে নেন এখানকার মানুষজন। তাছাড়া পুরান ঢাকার সরু গলিগুলো দিয়ে ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ অনুষ্ঠান করে ঘুরে বেড়ান সাংস্কৃতিক-কর্মীরা।

আসলে পুরান ঢাকার ঐতিহ্য আর উদ্দীপনা যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। মাস পাঁচেক হলো এ এলাকার সাথে ঘনিষ্ঠতা। হয়ত আর মাস ক্ষানেক চলবে। শাখরাইন, বাকরখানি, হাজীর বিরিয়ানি, নান্নার বিরিয়ানি, বড় বাপের পোলায় খায় ইত্যাদি শব্দের সমার্থক পুরান ঢাকা বললে অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করি। ঢাকা শহরে এতো সরু গলি আর কোথাও দেখি নাই। দুই ভবনের মাঝামাঝি এত কম দূরত্ব আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এত সহজে মানুষজন রেগে যায় আবার মিলে যায় তা এ এলাকায় না আসলে জানতাম না। সিনিয়র জুনিয়রের মাঝে কম তফাৎ এখানেই দেখা যাবে। মানুষ এত আন্তরিকভাবে কথা বলে তার গবেষণাগার যে এখানেই- তা নিশ্চিত। ভোজনরসিক আর খানদানিতে বেশ নাম ডাক এই পুরান ঢাকার। অনুষ্ঠান মানেই মেয়েদের ভারি সাজ। আর অপেক্ষাকৃত কম পরিচ্ছন্নতা সচেতন হলেও সাবলীল ও বিশেষ বাচনভঙ্গি এই এলাকার বিশেষত্ব।

যখন পুরান ঢাকায় থাকবনা তখন এখানে কাটানো দিনগুলোর কথা, নতুন মাত্রায় বছরের প্রথম দিনটিকে বরণ করে নেয়ার কথা- নিশ্চিত মনে পড়বে বারবার।

■ লেখক: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পরঃ

সৈনিক জীবন
ভারতে প্রথম দিকের দিনগুলো

আমার জীবনে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটল বিদ্যালয় ছেড়ে আসার মাস চারেক পর। আমি তখন সেনস্ট্রড জাহাজে। সেটি ছিল প্রফেসর একল্যান্ডের। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের মেডিসিন বিষয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি আমার পিতার পুরোনো বন্ধু। আমার পিতা ছিলেন জ্যামিতির খ্যাতিমান অধ্যাপক।

জাহাজে অন্যতম যাত্রী ছিলেন ড. লিটন। তিনি খ্রিস্টীয় চার্চের একজন ডিন-খ্যাতিমান সুন্দর একজন দেবতুল্য ব্যক্তি।

এই ডিন নিজের থেকে আমাকে একটি সংবাদ দিয়ে জানালেন যে, খবরের কাগজে আমার নামে একজনের সেনাবাহিনীর পরীক্ষা পাসের খবর বেরিয়েছে। সেখানে আমার নিজের নাম মুদ্রিত দেখলাম।

সেনা কাউন্সিল এখন আর আমাকে বাতিল করতে পারবে না। তাই আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বাস্তবে আমি প্রতারণা করে বাহিনীতে ঢুকেছি। অর্থাৎ আমি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছি। তবে পরীক্ষাটা ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা পরিমাপের সঠিক মাপকাঠি ছিল না।

আমি যখন সেনাবাহিনীতে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম তখন আমার পাসের আশা স্বাভাবিকভাবে না থাকারই কথা। সমস্ত ব্যাপারটা আমি হালকাভাবেই নিয়েছিলাম।

ইউক্লিডের জ্যামিতি বিষয়ে আমার কখনই পাস করার কথা নয়। কিন্তু চালাকি করে আমি এমন কিছু লিখেছিলাম যাতে পরীক্ষক বিভ্রান্ত হন। ইউক্লিডের অনেকগুলো বই আমার পড়া ছিল। ফলে জ্যামিতির সমস্যাগুলো তাতে পাওয়া যায়। সেসব বই এখন আর নেই।

পরীক্ষা পাশের আর একটি কৌশল

আমার সেনাবাহিনীর জীবনের প্রথম দিকে আমি আমার সেনাদের জন্য 'শনাক্তকরণ ও স্কাউটিং' নামে একটি চটি বই লিখেছিলাম। পরে আমি যখন পদোন্নতির জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হই তখন পরীক্ষক আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি বইটির লেখক কিনা। তিনি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন না করেই পাস করিয়ে দেওয়ার সৌজন্য দেখালেন।

তাই যদি কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে পাসের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে আমার উপদেশ হল তিনি যেন সেবিষয়ে একটি বই লিখে ফেলেন এবং পরীক্ষককে যেন তিনি জানান যে বইটির তিনি লেখক। প্রচলিত বই থেকে তিনি তাঁর বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন।

কর্মকর্তাদের মধ্যে

যথাসময়ে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বাধিনায়ক জেনারেল এইচ এ স্মিথের এডিসি হিসেবে পদমর্যাদা লাভ করলাম।

যখন বাহিনীতে খবর এল যে, এ পদের জন্য, আমাকে আমার সেনাদের সমর্থন জানাতে হবে, তখন সাটিন কাপড়ে একটি চমৎকার বক্তব্য মুদ্রণের মাধ্যমে আমাকে উপস্থাপন করা হল। সেখানে তারা পরম

মহানুভবতার সঙ্গে আমার জন্য সাফল্য কামনা করল। অধীনস্থ লোকদের পক্ষ থেকে কর্মকর্তার জন্য প্রশংসাপত্র আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও তখন যদি তা আপনাআপনি এসে যায় তা হলে কি করার আছে? সেটি এখনও আমার জন্য পরম মূল্যবান সম্পদ।

কর্মকর্তা হিসেবে আমার কাজের অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভারতে থাকাকালীন আমি ডিউক অব কনটের অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োজিত হয়েছিলাম। মহামান্য ডিউক তখন মীরাটে বিভাগীয় জেনারেল ছিলেন। আমি তিন জন সামরিক নেতৃত্বের অধীনে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেছি। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ পদ্ধতি ও চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

স্যার বেকার রাসেল ছিলেন একজন বেপরোয়া অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা। নির্দেশিকা বইয়ে লেখা নির্দেশনার একটি শব্দও তিনি জানতেন না। কিন্তু প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জ্ঞান নিয়ে কাজে লেগে যেতেন। তিনি বেপরোয়া ও দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে কাজটি করে ফেলতেন-সেটা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হোক, কি কর্তৃপক্ষের কোনো কাগজই হোক।

ডিউক অব কনটের অভিজ্ঞতার জগত ছিল ব্যাপকতর। প্রত্যেকটি উদ্যোগের মানবিক দিকটি দেখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর অফিসার ও সেনারা কতদূর যেতে পারে তা তিনি অনুধাবন করতে পারতেন। তিনি যাদের সাহচর্যে আসতেন তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও স্মৃতির মাধ্যমে অধীনস্থ সবার আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণের দলীয় কজের সহযোগিতা লাভ করতেন।

আমার নতুন প্রধান কর্মকর্তা স্যার হেনরি স্মিথ ছিলেন স্যার বেকার রাসেলের প্রায় বিপরীত। তিনি কথাবার্তায় ছিলেন ধীরস্থির ও সচেতন। তিনি কোনো বিষয় বা পরিকল্পনার প্রত্যেকটি দিক খুঁটিয়ে দেখতেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতেন। তিনি শান্ত দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে অনেক মারাত্মক ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন।

কর্মচারী হিসেবে কাজ শিখছে এমন একজন তরুণ অফিসারের জন্য এসব নির্দেশনা খুবই মূল্যবান হতে পারে যদি তার বুদ্ধি ও অনুসরণ করার ক্ষমতা থাকে।

একজন এডিসির জীবন

প্রিয় জেনারেল ও তাঁর জনপ্রিয় স্ত্রীর অধীনে একজন কর্মচারীর জীবন খুবই সুখী ও অভিজ্ঞতায় উপভোগ্য। কাজটি এমন যে একে সৈনিকবৃত্তি বলা কঠিন। কারণ এতে আছে প্রধান কার্যালয়ের অনেক কাজ। বিশেষভাবে মিলিটারি সেক্রেটারির পদটি সাময়িকভাবে শূণ্য হলে আমাকে বলা হল এডিসি হিসেবে কাজের বাইরে দায়িত্ব পালন করার জন্য। এটা আমাকে অফিসের কাজে সবচেয়ে মূল্যবান প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দান করেছে।

অবসর সময়ে আমার ছিল প্রচুর কাজ। আমি ছিলাম পোলো ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক। মাঠ আর প্যাভেলিয়ন তৈরি করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে আমাকে প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করতে হত।

এসব ছাড়াও ছিল থিয়েটারের কাজকর্ম, বিনোদনমূলক কাজ, শিল্পী, সমিতি ইত্যাদি। আমি ছিলাম দ্বিতীয় হুইপ এবং অল্প মেয়াদের জন্য কুকুর লেলিয়ে শেয়াল শিকার কার্যক্রমের প্রধান।

এ সময়ে কেপ কলোনির গভর্নর ছিলেন স্যার হারকিউলিস রবিনসন। তারপর ছিলেন লর্ড রোজমিড। তিনি ছিলেন বিশেষ ধরনের উপনিবেশ গর্ভনর। খাঁটি ব্রিটিশ, কূটনীতিক ও খেলোয়াড়। সবকিছুই দেখাশুনা করতে তিনি সক্ষম ছিলেন। লেডি রবিনসন দেখতে ছিলেন ডিউকের সমমর্যাদাসম্পন্ন। দৃষ্টিনন্দন ও দৃঢ়চিত্ত। তিনি ছিলেন আমার জন্য এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমার ভাগ্য এমন আর ঘটে নি।

আমি একবার এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে চেয়েছিলাম। এর জন্য আমি গভর্নর ভবনে গেলাম। তখন আমি ছিলাম খুবই লাজুক প্রকৃতির এবং শেষ মুহূর্তে আমি চাইছিলাম তিনি যেন বাড়িতে না থাকেন। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন এবং আমাকে তাঁর সামনে হাজির হতে হল।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে তাঁর হাতল বিহীন চশমা দিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু আমি যে ভয়ানক কাপুরুষ তা বোঝার জন্য তার দরকার ছিল না। তিনি দেশের সুন্দরী মহিলাদের সম্পর্কে আমার অনুভূতি সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকলেন। আমি বিস্ময়কর কিছু বলতে পারলাম না বলে মনে হল আমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই তুচ্ছ বিবেচিত হয়েছে।

অবশেষে আমি যখন স্নায়ুর যন্ত্রণার শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিষয়বস্তু কি? তুমি কি অপেরার কোনো প্রধান নায়িকার অনুকরণে গান গাইবে?' তিনি খুশি হবেন মনে করে আমি বললাম-হ্যাঁ। তিনি আদেশ করলেন, 'তাহলে তা গাও।'

এ বিপদ থেকে বের হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে তা করতেই হবে। অবস্থাটা কি রকম তা বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই নির্দয় স্থিরদৃষ্টির সামনে একাকী ও অসহায় আমি আমার হাস্যকর গলায় অসহায়ভাবে গাইতে শুরু করলাম। আর গানের গলা এমনভাবে ওঠানামা করতে লাগল যে, আমি যেন মঞ্চের নায়ক হয়ে উঠলাম।

আমি যেন দামি নায়ক এখন। ক্রমান্বয়ে আমি যেন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। এভাবে আমি যখন উত্তেজনার শীর্ষে তখন হঠাৎ ঘরের দরজা গেল খুলে আর ভৃত্যের সঙ্গে চা নিয়ে প্রবেশ করল এক খানসামা। আমি বুঝতে পারছি না কি করতে হবে, কোথায় থামতে হবে। তখন আমি যা সবচেয়ে বেশি চাইছিলাম তা হল, মাটি ফেটে যাক আর আমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ি। আমার কৃতিত্বের এখানেই শেষ হল। আমি নাটকীয়ভাবে বললাম, সঙ্গীতানুষ্ঠানে খানসামার বদৌলতে এ জিনিসটিই দরকার।

তারপর তিনি আমাকে চা পানে আমন্ত্রণ জানালেন। আর আমি পরম বিস্ময়ে অচিরেই দেখলাম তাঁর মধ্যে আছে রসিকতাপূর্ণ একটি প্রাণ আর দয়ালু এক হৃদয়। আমি এখন সৈনিক বৃত্তি থেকে ভিন্ন এক পরিবেশে অবস্থান করছি। এটা এক সুখকর পরিবর্তন। তবু এখানে আছে কৌতুক আর আনন্দ।

তারপর ঘটল আবারও বিস্ফোরণ।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

একাদশ রোভার মুটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

একাদশ জাতীয় রোভার মুট

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে বাংলাদেশ-বাংলাদেশি

পরিবেশের অস্কার

অস্ট্রিয়ার নাগরিক উলফগাং নয়মানের প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক সংস্থা এনার্জি গ্লোব ফাউন্ডেশন প্রদান করে পরিবেশের ক্ষেত্রে 'অস্কার' হিসেবে খ্যাত 'দ্যা এনার্জি গ্লোব অ্যাওয়ার্ড'। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পুরস্কার দেয়া শুরু হয়। ২০১৬ সালে বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশবিষয়ক এ পুরস্কারের ছয়টি বিভাগের 'আর্থ' বিভাগে পুরস্কার লাভ করে বান্দরবানের বেসরকারি সংস্থা তাজিংডং-এর 'সামাজিক অংশগ্রহণে গ্রামীণ সাধারণ বন সংরক্ষণ' প্রকল্প। মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত ২২তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন ১০ নভেম্বর ২০১৬ তাজিংডং-কে পুরস্কার দেয়া হয়। বেসরকারি সংস্থা তাজিংডংয়ের প্রধান কার্যালয় বান্দরবান শহরের উজানীপাড়ার পুরানো রাজবাড়ি এলাকায়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ বনের (ভিলেজ কমন ফরেস্ট) ঐতিহ্যে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় তাজিংডং এ পর্যন্ত ১২,৯১৯ হেক্টর জমির বন সংরক্ষণ করেছে। পাহাড়ি গ্রামীণ মানুষই এ প্রকল্পের চালক ও সুফলভোগী।

মাদার তেরেসা পুরস্কার

ভারতের মুম্বাইভিত্তিক হারমনি ফাউন্ডেশন নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ মাদার তেরেসার আদর্শকে প্রচার করার লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে প্রদান করছে মাদার তেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। ২০১৬ সালে দ্বাদশবারের মতো প্রদান করা হয় এ পুরস্কার। ২০১৬ সালের মাদার তেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর সোশ্যাল জাস্টিস পুরস্কারে ভূষিত হন বাংলাদেশের ফারাজ আইয়াজ হোসেন। তিনি ১ জুলাই ২০১৬ ঢাকার গুলশানে জঙ্গি হামলার সময় বন্ধুদের জন্য নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেন। ফারাজ সাহসিকতার সাথে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধুদের সন্ত্রাসীদের শিকার হতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এ কারণে তিনি 'বীর' হিসেবে স্বীকৃতি পান।

লিজেন্ড ইন এনার্জি পুরস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ২১-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ৩৯তম কংগ্রেস। এতে বাংলাদেশের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অরুনিম মজুমদার এশিয়ান-সাব-কন্টিনেন্ট রিজিয়ন থেকে 'লিজেন্ড ইন এনার্জি' আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। 'গ্রিন এনার্জি ও সাসটেইনেবল এনার্জি ম্যানেজমেন্ট'-এ তার পরিকল্পিত কার্যক্রম নিশ্চিত ব্যবহারে অসামন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার লাভ করেন তিনি। এছাড়া একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে তিনি 'এনার্জি ম্যানেজার অব দি ইয়ার-২০১৬' নির্বাচিত হন।

ITU পুরস্কার লাভ

আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন সংস্থার (ITU) 'রিকগনিশিন অব এক্সিলেন্স' পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের 'বঙ্গবন্ধুর স্যাটেলাইট' প্রকল্প। ১৭ নভেম্বর ২০১৬ থাইল্যান্ডে 'আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৬' এ বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন ITU মহাসচিব হাওলিন ঝাও।

ASOCIO পুরস্কার

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠনগুলোর সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং অর্গানাইজেশন (ASOCIO) ২০১৬ সালের জন্য তিনটি বিভাগে ২৪টি পুরস্কার দেয়। এর মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং আইসিটি কোম্পানি বিভাগে ১১টি, আউটস্ট্যান্ডিং ইউজার অর্গানাইজেশন বিভাগে ৬টি এবং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট বিভাগে ৭টি পুরস্কার দেয়া হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ দুটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে– সরকারের আইসিটি বিভাগ ও স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (ICT) বিভাগ লাভ করে ASOCIO-এর ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। আর আউটস্ট্যান্ডিং ইউজার অর্গানাইজেশন বিভাগে পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের স্মার্ট টেকনোলজি (বিডি) লিমিটেড।

প্রিন্স সুলতান পুরস্কার

২০০২ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে সৌদি আরবভিত্তিক 'প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ওয়াটার' (PSIPW) পুরস্কার। দুই বছর পর পর প্রদান করা এ পুরস্কার ২০১৬ সালে য়ো হয় সপ্তমবারের মতো। ২০১৬ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী টাফটস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম ও তার দল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রিটা কলওয়েল ও তার দল। এছাড়াও পুরস্কার লাভ করেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ড. পিটার জে ওয়েবস্টার এবং তার দল। ২ নভেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিজয়ীদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। সমুদ্র বিশেষজ্ঞ ও অণুজীববিজ্ঞানী ড. রিটা কলওয়েল ও তা সহকর্মীরাই প্রথম স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে পূর্ব এশিয়ার জন্য কলেরা প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস মডেল তৈরি করেন। তারাই প্রথম বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সংক্রামক ব্যাধির যোগাযোগের বিষয়টি দেখান। ড. শফিকুল ইসলাম ও তার সহকর্মীরা ড. রিটা কলওয়েলের উদ্ভাবিত পদ্ধতি ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগরে ক্লোরোফিলের মাত্রার সাথে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবের যোগাযোগ খুঁজে পান। নাসার স্যাটেলাইট ডেটার সাহায্য নিয়ে তারা এ একটি মডেল তৈরি করেন, যার মাধ্যমে ৩-৬ মাস আগেই বাংলাদেশে কলেরা প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস দেয়া যায়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

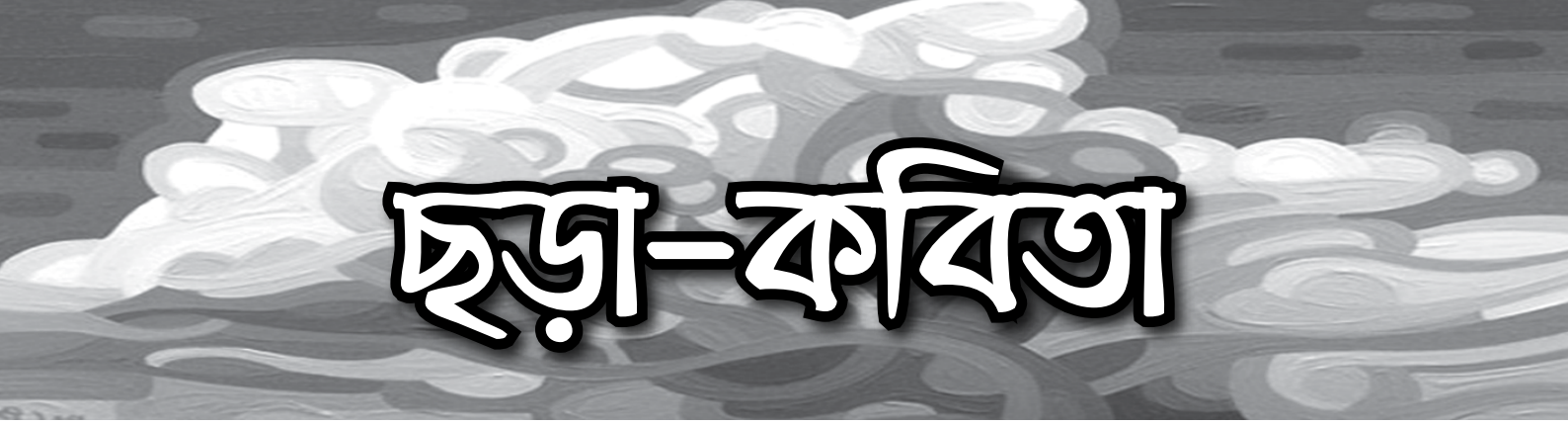

যাদুকন্যা

অধ্যক্ষ এনামুল করিম শহীদ

যাদুর যাদু, তুমি যাদুকন্যা
যেখানে যাও বয়ে যায় শুধু রূপ লাবণ্যের বন্যা।

বনশ্রী, রূপশ্রী, তুমি স্বর্ণদ্বীপের স্বর্ণা।
হিমালয়ের কোমল মিষ্টি পানির ঝর্ণা
স্বপ্ন লোকের স্বপ্ন, তুমি সুবর্ণা

সবুজ গালিচার হীরার মালা
পদস্পর্শে ধন্য হয়ে হাতে পরাবে মনি-মুক্তার বালা

তুমি মহাভারত তুমি গীতা
তুমি রামায়ণ তুমি রামচন্দ্রের সীতা

তুমি মহাকাল অশুর নাশীনি দেবী
এ বিশ্বের তুমি মানবতার সেবী

বৃন্দাবনের তুমি বৃন্দা
তুমি তমাল তলের বাঁশির সুর
পৃথিবীর সবকিছু যেন আজ ভরপুর

তুমি রবি, তুমি শশী।
তোমার আলোয় আলোকিত বিশ্ব
ব্যতিক্রমী নারী তুমি এক মহীয়সী।

স্কুল

মোহাম্মাদ শাহিন আলম

রাত পোহালো
ভোর হলো মা,
মন তো ঘরে রয়না।

স্কুলেতে পড়তে যাব,
আরতো দেরি সয়না।
স্কুলেতে শিক্ষার আলো
দূর করে দেয় সকল কালো।

শুনবো আর কোন কথা
মানবনা আর কোন বাঁধা।
স্কুলে পড়তে যাব
প্রাণে আমার বড় ব্যাথা।

মাগো আমায় দাও সাজিয়ে
চক সিলেট দিয়ে
লেখাপড়া শিখবো আমি
স্কুলেতে গিয়ে।

লেখাপড়া শিখে মোরা
অনেক বড় হব।
দেশ বিদেশে শিক্ষার
আলো ছড়িয়ে দেব।

সবার নিকট পৌঁছিয়ে দেব
শিক্ষার অমর বানি।
সৃষ্টার হুকুম মানিব মোরা
বিশ্ব মানবের তরীকায়,
দুজাহানে শান্তি পাবো
শিক্ষার উছিলায়।

২০১৭ মাতানো প্রযুক্তিপণ্য!

শুরু হলো ২০১৭। প্রতিবছরই প্রযুক্তিতে থাকে নতুন নতুন আকর্ষণ। বলা যায়, দিন যতই যাচ্ছে, প্রযুক্তির দুনিয়া তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্যে বাজার এখন রমরমা। নতুন বছরেও প্রযুক্তির পাতায় যোগ হতে যাচ্ছে নতুন কিছু চমক। সম্ভাব্য বিশেষ চমকগুলো নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন–

আইফোন ৮

২০১৭ সালটি হতে যাচ্ছে আইফোনের দশম বর্ষপূর্তি। তাই এ বছরের সেপ্টেম্বরে বের হতে যাওয়া ফোনটি নিয়ে প্রযুক্তিবোদ্ধাদে মধ্যে চলছে প্রচুর জল্পনাকল্পনা। এ বছরের আইফোনটির নাম কি হবে তা নিয়ে যদিও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তবে একটি ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত। আর তা হলো, এই নুতন ফোনটি অ্যাপলের তথ্য প্রযুক্তির ইতিহাসে যোগ করবে নতুন মাত্রা।

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ৮

চলতি বছরটি স্যামসাংয়ের জন্য খুব একটা ভালো যায়নি। নোট ৭-এর বিস্ফোরণ বিতর্কে কোম্পানিটিকে কয়েক বিলিয়ন ডলার লোকসান গুনতে হয়েছে। বাজারে ফিরে আসার জন্য স্যামসাংয়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র এখন গ্যালাক্সি এস ৮ সাফল্যের আশায় ফোনটিতে তারা বিভিন্ন নতুনত্ব আনার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।

স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৮

নোট ৭-এর বিরাট ব্যর্থতার পর শোনা গিয়েছিল স্যামসাং নোট নামে আর কোনো মোবাইল ফোন বিক্রি নাও করতে পারে। তবে এখন আবার গুনগুন উঠেছে 'নোট ৮' দিয়ে তারা আবারো বাজারে আসবে। স্বভাবতই কোম্পানিটি তাদের সবটুকু দিয়েই এটিকে সাফল্যের মুখ দেখাতে চেষ্টা করবে।

গুগল পিক্সেল ২

২০১৬ সালে গুগল নির্মিত প্রথম 'পিক্সেল'টি ছিল এ বছরের সবচেয়ে সফল মোবাইল ফোন। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছরের মাঝামাঝি অথবা শেষ দিকে কোম্পানিটি তাদের এ ফোনটির দ্বিতীয় সংস্করণটিও সাফল্যের মুকুট অর্জন করবে বলেই সবার ধারণা।

গুগল স্মার্টওয়াচ

স্মার্ট ঘড়ির বাজার এখন অ্যাপলের দখলে। আর গুগলও এত দিন শুধু ঘড়ির জন্য অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেই ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু সেদিন বুঝি শেষ হতে চলল। আশা করা হচ্ছে, এবা গুগল শুধু অপারেটিং সিস্টেমই তৈরি করবে না, নির্মাণ করবে তাদর নিজস্ব স্মার্টওয়াচ ডিভাইস। গত বছরের 'পিক্সেল'-এর সাফল্য তাদের পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

অ্যান্ড্রমেডা

মোবাইল ফোনের দুনিয়ায় অভাবনীয়ভাবে সফল হলেও কম্পিউটার ডিভাইসের ক্ষেত্রে দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে গুগল। তাদের তৈরি করা ক্রোম ওএস তেমন একটা সাড়া ফেলতে পারে নি। আর তাই চলতি বছর গুগল বাজারে আনছে নতুন একটি ডিভাইস, যা একই সঙ্গে ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আর এতে থাকছে গুগলের নতুনতম অপারেটিং সিস্টেম 'অ্যান্ড্রমেডা'।

সারফেস বুক ২

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'মাইক্রোসফট' যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। প্রতিটি নতুন পণ্যেই তারা সাফল্যের মুখ দেখছে। তাদের 'সারফেস বুক' ল্যাপটপটি প্রায় সব মহলেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর এসে পড়তে পারে এর নতুন সংস্করণ 'সারফেস বুক ২'।

নতুন আইম্যাক

প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় অ্যাপল ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। ২০১৬তে কোম্পানিটির কোনো পণ্যই আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। বছরের শেষ দিকে বাজারে আসা ল্যাপটপগুলোও সত্যি বলতে কিছুটা হতাশ করেছে। অবস্থার উন্নতির স্বার্থে চলতি বছরের যে কোনো সময়ে তাদের ডেস্কটপ কম্পিউটার আইম্যাকের নতুন সংস্করণ বাজারে আসতে পারে বলেই সবার ধারণা।

নিন্টেন্ডো সুইচ

গেমারদের জন্য সুখবর। চলতি বছরের মার্চেই বাজারে আসছে বহুল আলোকিত আর আকাঙ্ক্ষিত গেমিং কনসোল 'নিন্টেন্ডো সুইচ'। এরই মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করা এই গেমিং কনসোলটির ব্যাপারে ১৭ জানুয়ারির পর আরও বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

টেসলা মডেল ৩

চলতি বছরে প্রযুক্তির দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় চমক হতে যাচ্ছে সাড়া জাগানো অটোমোবাইল কোম্পানি 'টেসলা'র নতুন গাড়িটি চালকবিহীনভাবে একা একাই চলতে পারবে। শূন্য থেকে ১০০ কিলোমিটার গতি তুলবে মাত্র ৬ সেকেন্ডেরও কম সময়ে। এক চার্জে চলবে প্রায় সাড়ে ৩০০ কিলোমিটার। আর সবচেয়ে বড় কথা এটির মূল্য হবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই। এ বছরের শেষ দিকেই বাজরে আসবে গাড়িটি।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

সাকিব মুশফিকে সোনায় মোড়ানো একদিন

ঘুম থেকে উঠে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে থাকা ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চিত চিমটি কেটেছেন নিজেদের শরীরে! খেলা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন স্বপ্ন দেখছেন না তো? স্বপ্ন মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এমন দিন কি আগে কখনও এসেছে? হয়তো না। আসুক, আর না আসুক, ২০১৭ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সোনায় মোড়ানো এক দিন। দিনটিকে সোনায় মুড়িয়েছেন সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম। ওয়ানডে ও টি-২০ সিরিজের ব্যার্থতার খোলস ছেড়ে দিনটিকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল করেছেন দুই তারকা ক্রিকেটার। দুজনের গড়া একাধিক রেকর্ডে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ৫৪২ রান তুলে 'ফুলের নগরী' ওয়েলিংটনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে। শুধুই শুভেচ্ছা? বাতাসের নগরীর সব বাতাসকে বশ করে লন্ড ভন্ড করেছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের বোলিং লাইনকে। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব ও টেস্ট অধিনায়ক মুশফিক যে কোনো উইকেটে বাংলাদেশের পক্ষে ৩৫৯ রানের নতুন রেকর্ডও গড়েছেন কাল। বেসিন রিজার্ভের আগের দুই টেস্ট এত দিন শুধুই দুঃস্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের জন্য। তাই স্বপ্ন দেখার সাহস একটু বেশিই ছিল এবার। তার ওপর ওয়ানডে ও টি-২০ সিরিজের হতচ্ছাড়া পারফরম্যান্স ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল গোটা দলকে। কিন্তু ভাল করতে হবে, নিজেদের সামর্থ্যের প্রমান রাখতে হবে- এমন পণেই প্রথম দিনটি নিজেদের করে নিয়েছিলেন তামিম ইকবাল ও মমিনুল হক। দুজনের হাফ সেঞ্চুরি সাকিব, মুশফিকদের আত্মবিশ্বাসের পারদটাকে চড়িয়ে দেয় সর্বোচ্চে। মুশফিক কাল দিনের ২০ নম্বর বলে খেলতে নামেন মমিনুলের বিদায়ের পর। সাকিব আগের দিন অপরাজিত ছিলেন ৫ রানে। এরপর দুজনে যা করলেন, তা শুধুই কল্পনার রংতুলিতে আঁকা সম্ভব। সেই কল্পনাকে কাল বাস্তবের আঁচড়ে আকলেন দুই তারকা। উইকেটের চারদিকে খেললেন এবের পর এক বাহারি সব স্ট্রোক। খেললেন স্বপ্ন দেখানো দুটি ইনিংস। দুজনই করলেন ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। সাকিবেরটা আবার ডাবল সেঞ্চুরি; যা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ। ২১৭ রানের ইনিংস খেলেন সাকিব বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২৭৬ বলে। মুশফিকের ১৫৯ রানের ইনিংসটি পুরোপুরি আস্থার প্রতীক।

২১৭ রানের রেকর্ডে গড়া ইনিংসটি খেলে ৩ হাজারি ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন সাকিব। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে হাবিবুল বাশার (৩০২৬) ৩ হাজারি ক্লাবে নাম লিখিয়েছিলেন। এরপর তামিম ইকবাল, ৩৪০৫ রান। সাকিবের রেকর্ডে গড়া ইনিংসটিতে কী নেই। দেশের ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ। আগের ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ ২০৬ তামিম ইকবালের, ২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশর প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান মুশফিক আবার সাকিবের গতকালের সব রেকর্ডের সঙ্গী। ২০১৩ সালে গলে মুশফিক খেলেছিলেন ২০০ রানের ইনিংস। ৪৫ টেস্ট ক্যারিয়ারে সাকিবের বর্তমান রান ৩১৪৬। আগের ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ ১৪৪ রান, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১১ সালে। ২০১০ সালে ডুনেডিনে ১০০ রানের ইনিংসও খেলেছিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। গতকাল ৩১ বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তিনি পেছনে ফেলেছেন মমিনুলকে। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৭টি বাউন্ডারির রেকর্ড ছিল মমিনুলের। পঞ্চম উইকেটে সাকিব-মুশফিকের ৩৫৯ রান বাংলাদেশের যে কোনো উইকেটে সর্বোচ্চ। ২০১৫ সালে খুলনায় উদ্বোধনী জুটিতে তামিম ও ইমরুলের ৩১২ রান ছিল এতদিন সর্বোচ্চ। পঞ্চম উইকেট জুটিতে সাকিব-মুশফিকের রান টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বোচ্চ। ১৯৪৬ সালে স্যার ডন ব্রাডম্যান-বিল পন্সফোর্ডের ৪০৫ রান পঞ্চম উইকেটে সর্বোচ্চ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পঞ্চম উইকেট জুটিতে এই স্কোর সর্বোচ্চ। আগের ২৮১ রানের রেকর্ড ছিল জাভেদ মিয়াঁদাদ ও আসিফ ইকবালের। পঞ্চম উইকেট জুটিতে বাংলাদেশের আগের সর্বোচ্চ মুশফিক- আশরাফুলের ২৬৭ রান।

দুজনের সোনায় মোড়ানো দিনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিন শেষ করে ৭ উইকেটে ৫৪২ রান তোলে। দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভাঙতে টাইগারদের এখন দরকার আরও ৯৭ রান। ২০১৩ সালে গলে ৬৩৮ রান করেছিল বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর ৫০১, ২০১৩ সালে যা করেছিল চট্রগ্রামে। এখন শুধু আরও একটি রেকর্ডের অপেক্ষা!

■ **ক্রীড়া প্রতিবেদক, অগ্রদূত**

ফুসফুস ক্যানসারের কয়েকটি লক্ষণ

ফুসফুসের ক্যানসার কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। এই অসুখ সঠিক সময়ে চিহ্নিত করা না গেলে শতকরা একশো শতাংশ ক্ষেত্রে এটি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা না পড়লে একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ফুসফুসের মাধ্যমে যেহেতু পরিবেশের সব ভালো-মন্দ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাই এখানে ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি থাকে বেশি। এছাড়া শরীরের কোথাও ক্যানসার হলে তা রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসকে আক্রমণ করতে পারে।

ফুসফুস ক্যানসারের অন্যতম কারণ হলো, ধূমপান। অনেক সময় প্রাথমিক পর্যায়ে ফুসফুস ক্যানসারের লক্ষণগুলো বোঝা যায় না। অনেকের ক্ষেত্রে পর্যায়-৩ এ চলে যাওয়ার পর হয়তো ধরা পড়ে। তারপরও কিছু লক্ষণ রয়েছে যা দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি।

এ বিষয়ে কয়েকটি লক্ষণ জেনে নেই।

১. অনেক সময়ে ফুসফুসের ক্যানসারে প্রাথমিকভাবে চাপা কাশি হতে পারে। অন্য নানা কারণেও চাপা কাশি হতে পারে। তবে কফ যদি দীর্ঘদিন থাকে তা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

২. যদি ধূমপায়ী হোন, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী কফে কিছু পরিবর্তন দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যাবেন। যেমন: কফের সঙ্গে বেশি শেষ্মা ও রক্ত গেলে।

৩. শ্বাসকষ্ট বা দম কম পড়া ফুসফুস ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। এছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসে হুইসেলের মতো শব্দ হলেও সতর্ক হওয়া উচিত। এটা ফুসফুসের ক্যানসারেরও একটি লক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে বক হলে, পথসরু হয়ে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ হুইসেলের মতো শোনায়। তবে এটি অন্যান্য অনেক শারীরিক সমস্যার কারণেও হতে পারে। বস্তুত শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে কোনো রকম অস্বস্তি অনুভব হলেই চিকিৎসকের কাছে যান।

৪. মাথাব্যথা, বুকব্যথা কিংবা কাঁধে ব্যথা হতে পারে। যদি বেশকিছুদিন ধরে এমন ব্যথা হতে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবধান হোন।

৫. হঠাৎ করে অনেকটা ওজন কমে যাওয়া এই রোগের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। ক্যানসারের কোষ শরীরে হানা দিয়ে পুরো শরীর ধ্বংস করতে শুরু করে।

৬. কণ্ঠস্বর কর্কশ বা ফেঁসফেঁসে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। এই লক্ষণ সাধারণত কাশি বা কফের সময় হয়। তবে এটা যদি দুই সপ্তাহের বেশি হয় তবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ফুসফুসের টিউমার কণ্ঠস্বরের স্নায়ুর ওপর প্রভাব ফেললে এই সমস্যা হয়।

৭. হঠাৎ করে খিদে কমে যাওয়া খুব একটা ভালো লক্ষণ নয়। এর জন্য শরীরের ক্যানসার কোষগুলো দায়ী। ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হলে এমন হতে পারে।

৮. অনেকেরই হাড় ও মাংস পেশীতে নানা সময়ে ব্যথা হয়। তবে তা যে সব সময় ক্লান্তি বা দুর্বলতার কারণে হয় তা নয়। ফুসফুসে ক্যানসার হলে এই সমস্যা অনেক বেড়ে যায়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ভ্রমণ কাহিনী

মাইকেল ও কপোতাক্ষ নদ

বোর্ডে লেখা আছে মধুসূদনের পূর্ব পুরুষ থেকে বর্তমান প্রজন্ম এর ধারাবাহিক বংশ পরিচয়ের ছক। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভালো লাগবে এগুলো দেখে। রামরাম দত্ত, রাম কিশোর দত্ত, রামনিধি দত্ত থেকে শুরু করে লিন্ডার পেজ। যিনি বর্তমানে ভারতে বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়। নতুন করে ভাবিয়ে তুলবে মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে। যিনি মাত্র নয় বছরের মধ্যে ইংরেজী, বাংলা, ফার্সি তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পরে হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষার দক্ষতা অর্জন করেন।

কিছুক্ষণের জন্য এই মহাকবি সম্পর্কে ভাবলে দেখবে এই মধুসূদন জীবনে বড় হওয়ার জন্য কত পরিশ্রমই না করেছে। ইংরেজী বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক লাভ করে ঘোষণা দেন "আই মাষ্ট সোর আপ এ্যান্ড এনাফ" অর্থাৎ বড় আমাকে হতেই হবে। হয়তো এ কারণেই প্রথম স্ত্রী রেবেকার সাথে সাতবছর সংসার করে ভাগ্য অন্বেষণের আশায় খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। বড় কবি হওয়ার আশায় বিদেশ গমন করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রিটিশ গ্রেজ-ইন হতে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ভেবেছিল এখানে লেখা-লেখি করে অনেক বড় হবে। লিখে ছিল "The captive ladie, The Vision of the past... ইত্যাদি। কিন্তু বিদেশীরা তাঁকে মূল্যায়ন করেনি। কবির মনে ফিরে এল তাঁর বাড়ির পাশে কপোতক্ষ নদ এর স্মৃতি যে নদীতে একদিন কবি দাপিয়ে বেড়িয়েছিল। শুরু করল "কপোতাক্ষ নদ" দিয়ে লেখা "সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে! সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;..."। ইউরোপ জীবনের অন্যতম ঘটনা চতুর্দশপদী সনেট কবিতাবলী রচনা। মাইকেল ভারতে এসে আইন ব্যবসা করেন। ১৫০০ টাকা বেতনে হাইকোর্টে চাকরীও নেন, আবার কিছু দিনের

মধ্যে ছেড়েও দেন। মধুসূদন যিনি দু'হাত বিলিয়ে অর্থ খরচ করেছেন, অথচ শেষ জীবনটায় চরম অর্থ কষ্টে কেটেছে।

যাদুঘরের জিনিসের কমতি থাকলেও বড় বড় আম গাছ আর পরিবেশের কারণেই দু'দন্ড থমকে দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে। যাদুঘর থেকে বেড়িয়ে কপোতাক্ষ নদ দেখতে চাইলে একটু পশ্চিম দিকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। যেখানে আছে মধুসূদনের ভাস্কর্য বুক টান করে আইনের পোষাকে কিছু বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কপোতাক্ষ নদ! এখন কচুরিপানা ভর্তি, পানি চলাচল একদম নাই। খালের পারে কচুরিপানার ফাঁকে ডুবে আছে একটা ডিঙ্গি যার মাথাটা জেগে আছে মাত্র। আমার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম কবি যদি আজ নদের এ অবস্থা দেখত! আজ কবিও নেই কপোতাক্ষ নদের গতিও নেই। একটা বদ্ধ মরা খালের মত পড়ে আছে কবিতার সাক্ষী হয়ে। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম ভাবলাম এখানেই কবি একদিন স্নান করেছিল। মায়ের দুধের সাথে তুলনা করেছিল এ নদীর জলকে (দুগ্ধ-স্রোতোরুপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে!) মধুসূদনের বাড়ির পাশের এ বাজারটিতে ভাল মিষ্টি, দই পাওয়া যাবে, সস্তায় ডাব পাওয়া যাবে যা আপনার ক্লান্তির তৃষ্ণা মেটাতে যথেষ্ট। ফেরার সময় ছানার মিষ্টি দই খেয়ে সুখের ঢেকুর দিয়ে ভাবতে পারেন আমাদের দেশটা কত সুন্দর, কত সম্পদে ভরপুর। বিদেশ যাওয়ার কি দরকার। দেশের মানুষেই আপনার মূল্যায়ন করবে। বিভূঁইয়ের মানুষ নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদিশীদের অবজ্ঞা বুঝতে পেরে লিখল।

"হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিন ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
.....
মাতৃ-ভাষা রুপে খনি, পূর্ণমনিজালে।

■ প্রতিবেদক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

ফসল রক্ষায় লেজার...

ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লিভারপুলের জন মুরস ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক কীটপতঙ্গ ও ইঁদুরের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে নতুন লেজার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এ প্রযুক্তি ইঁদুর ও কীটপতঙ্গের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলে জানানো হয়। নভেম্বরে স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনে এ প্রযুক্তি পরীক্ষামুলকভাবে চালানো হয়। নতুন এ প্রযুক্তির নাম দেয়া হয়েছে 'লেজার ফেন্স'।

মহাকাশে নতুন আবহাওয়া স্যাটেলাইট

আবহাওয়ার তথ্য আগের চেয়ে আরও ভালভাবে পেতে ১৯ নভেম্বর ২০১৬ মহাকাশে পাঠানো হয় নতুন স্যাটেলাইট। GOES-R নামের এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মেঘের 'ঢেউ'- এর আরও পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাবে বলে জানায় মার্কিন ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নোয়া)। ২০১৭ সালের দ্বিতীয় অর্ধে এটি কার্যকর হবে। স্যাটেলাইটটিকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত আবহাওয়া স্যাটেলাইট হিসেবে ধরা হচ্ছে। স্যাটেলাইটি তৈরী করতে খরচ হয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার।

ক্যান্সারের নতুন ৭ কারিগর

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্যান্সারবিরোধী লড়াই চলছে। এরই মধ্যে ক্যান্সারের নতুন সাত 'কারিগরের' সন্ধান লাভ করেন বিজ্ঞানীরা। নতুন এ সাত কারিগরের তালিকা বানায় যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস'। আর সেই তালিকা এরই মধ্যে তুলে দেয়া দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্সেসে'র (এনআইএইচএস) ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রামের সর্বশেষ প্রতিবেদনে নতুন সাত সাম্ভাব্য 'কারিগরের'নাম জানানো হয়। ফলে তালিকায় ক্যান্সারের সাম্ভাব্য 'কারিগরের' সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮ এ। নতুন সাত সাম্ভাব্য কারিগরের মধ্যে পাঁচটিই ভাইরাস। এগুলো হলো মানুষের শরীরে থাকা টি-সেল লিম্ফোট্রোপিক ভাইরাস টাইপ-ওয়ান এপস্টিন-বার ভাইরাস, কপোসি সারকোমা-অ্যাসোসিয়েটেড হার্পস ভাইরাস, মার্কেল সেল পলিওমা ভাইরাস এবং হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস টাইপ-ওয়ান (এইচআইভি-ওয়ান)। বাকি দুটি 'কারিগরের' মধ্যে একটি রাসায়নিক মৌল কোবাল্ট ও এর কয়েকটি যৌগ। আরেকটি জৈব যৌগ 'ট্রাইক্লোরোইথিলিন'।

হাইড্রোজেনচালিত দূষণমুক্ত ট্রেন

সম্প্রতি জার্মানির বার্লিনে রেলওয়ে নিয়ে এক ট্রেড-শোতে এমন এক ট্রেন প্রদর্শন করা হয়, যার জ্বালানি ডিজেল বা বিদ্যুৎ নয় বরং হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনে ধোঁয়ার বদলে বের হবে ভাপ এবং ঘনীভূত পানি, যা পরিবেশবান্ধব। প্রাথমিকভাবে এ ট্রেন স্বল্প দূরত্বে চলবে। এটি ঘন্টায় ৮৭ মাইল বেগে চলতে পারে। এ পরিবেশবান্ধব ট্রেন কিন্তু চলবে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের বজ্র থেকে। অর্থাৎ এ ট্রেনের প্রধান জ্বালানি হাইড্রোজেন সংগৃহীত হবে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের বজ্র থেকে।

বাস্তবে জেটপ্যাক

মুভির জেটপ্যাক এবার বাস্তবে আনছে 'জেটপ্যাক এভিয়েশন'। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে এ পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। ২০১৭ সালের এপ্রিলে অথবা মে মাসের মধ্যে জনসাধারণের জন্য বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে যন্ত্রটি। যে কেউই অর্থের বিনিময়ে নিজের করে নিতে পারবেন বাহণটি। তবে জেটপ্যাক ব্যাবহার করতে হলে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। ২০১৫ সালের 'জেটপ্যাক এভিয়েশন' সর্বপ্রথম জেটপ্যাক ব্যাবহার করে স্ট্যাচু অব লিবার্টির কাছে উড্ডয়ণ করে।

ফলন বাড়াতে নতুন জিন

বিজ্ঞানীরা জেনেটিক প্রকৌশলের মাধ্যমে প্রকৃতির সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ ও উন্নত করতে সফল হন। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ প্রক্রিয়ায় তারা ফসলের পরিমান স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

স্লোভেনিয়ার পানি বাজারজাত বন্ধ

সম্প্রতি বিশুদ্ধ খাবার পানিকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় স্লোভেনিয়া। এ জন্য সংবিধান সংশোধন করে তারা। সংশোধিত আইন অনুযায়ী, সে দেশে এখন থেকে আর কেউ খাবার পানি বাজারজাত করতে পারবে না।

এই প্রথম খাবার পানিকে মৌলিক স্বীকৃতি দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোন দেশ। পাহাড় আর নদীতে ঘেরা এ দেশের অর্ধেকের বেশি জঙ্গলে ভরা। পৃথিবীতে আরও ১৫টি দেশ ইতোমধ্যেই পানিকে মৌলিক অধিকারের আওতায় এনেছে।

জিকা আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার

১৯৪৭ সালে উগান্ডায় বানরের মধ্যে প্রথম জিকা ভাইরাসের অস্তিত্ব শনাক্ত হয়। বিশেষ প্রজাতির ডেঙ্গু জ্বর ছড়ানো এডিস মশা *Aedes aegypti* মশকির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে। এরপর ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়ায় প্রথম মানব শরীরে জিকার অস্তিত্ব ধরা পরে। এরপর থেকে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। প্রাদুর্ভাব সীমিত হওয়ায় জিকাকে আগে কখনো মানব স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের হুমকি বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু ২০১৫ সালের মে মাসে ব্রাজিলে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ার পর থেকে দ্রুত তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে জিকার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ ভাইরাসের সংক্রমনের কারণে অপূর্ণাঙ্গ মাথা ও মস্তিষ্ক নিয়ে শিশু জন্ম নেয়। এর মধ্যে 'মাইকোসেফালি' অন্যতম। এর কারণে শিশুর মাথার আকার অস্বাভাবিক ছোট হয়, যা মস্তিস্কের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।

জিকা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ বিশ্বব্যাপী জরুরী অবস্থা জারি করে। ১৮ নভেম্বর ২০১৬ ঘোষিত ঐ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয় WHO।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসি স্কাউটদের সভা : প্রধান অতিথি জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প)

৭ জানুয়ারি এক সফরে সিডনি এসেছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বাবু। এই সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি সিডনিস্থ প্রবাসী স্কাউটসদের সাথে ব্যাঙ্কস টাউনে একটি সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হোন। সেখানে তিনি ২৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি গোপালগঞ্জের একাদশ জাতীয় রোভার মুট বিষয় নিয়েআলোচনা করেন। এ সময় আলাপচারিতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী রোভার স্কাউটসদের সমন্বয়ক রোভার স্কাউট মোঃ আলাউদ্দীন আলোক-এর প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ স্কাউটস আন্তর্জাতিক ফোরাম' পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট ও প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক সহকারী ফিল্ড কমিশনার ওমর ফারুক, ঢাকা জেলা নৌ স্কাউটসের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্কাউট ও প্রথম প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট সরদার মোহাম্মদ খালেদ, এয়ার অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট স্কাউট মোহাম্মদ রেজয়ান হোসেন, নৌ রোভার স্কাউট সেলিম শুভ, তোলারাম কলেজের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট ফারুক আহমেদ খান, রোভার স্কাউট ফয়সাল হোসেন, ন্যাশনাল ওপেন স্কাউটস গ্রুপের সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুস শাফা।

এছাড়াও টেলিফোনে আলোচনায় অংশ নেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে ন্যাশনাল ওপেন স্কাউটস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট মোঃ মোসফেকিন সালেহীন। আন্তর্জাতিক ফোরাম তৈরির বৈশ্বয়িক আবেদনে সাড়া দিয়ে আলোচকরা এটি প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ অবদান রাখবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তাঁরা বলেন, প্রবাসী রোভার স্কাউটসদের নিয়ে এই ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হলে তা বাংলাদেশ স্কাউটস ও শান্তিময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে অতুলনীয় অবদান রাখবে এবং উন্নয়ন অবদানে প্রবাসী রোভার স্কাউটসদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বাবু এ সময় বলেন, প্রবাসী স্কাউটস ফোরাম গঠন, এর কার্যক্রম ও নীতিমালা বাংলাদেশ স্কাউটস এবং এর আন্তর্জাতিক বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবতা সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাসী রোভার স্কাউটসদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তিনি মুগ্ধ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পি আর এস ওমর ফারুক, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটের জাতীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বাবু, বিশেষ অতিথি ছিলেন সিডনির অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা 'মাসিক মুক্তমঞ্চ'-এর প্রধান সম্পাদক নোমান শামীম এবং সভাটি পরিচালনা করেন মোঃ আলাউদ্দীন আলোক।

আলোচনা শেষে স্কাউটসরা সপরিবারে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। "বাংলাদেশ স্কাউটস আন্তর্জাতিক ফোরাম" ও অন্যান্য তথ্যের জন্য রোভার স্কাউট মোঃ আলাউদ্দিন আলোকের (০৪২২৫৯২০৭৫) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য, সিডনি প্রবাসী মোঃ আলাউদ্দীন আলোক সরকারী বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউটস-এর প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র রোভার মেট ও ঢাকা জেলা রোভার স্কাউটস-এর সাবেক সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশনের সদস্য। বাংলাদেশ স্কাউটের জাতীয় কমিশনার তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরে সিডনির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সাথে সাথে অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাঙ্গালীদের অহংকার একুশে একাডেমী প্রতিষ্ঠিত "আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস মনুমেন্ট" এশফিল্ড পার্কের শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পন করেন।

■ খবর প্রেরক: নোমান শামীম
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ এর ইতিকথা

বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনায় ৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ গত ২২-২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ এর থীম নির্ধারণ করা হয় "ক্ষেতে কৃষক বিদ্যালয়ে পাঠ জঙ্গীবাদ নিপাত যাক" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

সমাবেশ উপলক্ষ্যে "দীক্ষা" নামের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। স্মরণিকায় স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার বাণী দিয়েছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার ৪টি উপজেলা থেকে ১৫টি গার্ল ইন স্কাউট দলসহ মোট ৫৮টি দলের মোট ৪৬৪ জন স্কাউট সদস্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ৫৮ জন ইউনিট লিডার, ৪০ জন উপ কমিটির সদস্য, ১৪ জন রোভার সেচ্ছাসেবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিসহ মোট ৭০০ জন নিয়ে ৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর অফিস সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান চুন্নু কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে এক দল দক্ষ সেচ্ছাসেবক খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করে। অংশগ্রহণকারী ইউনিটসমূহ রান্না করে খাবার গ্রহণ করে। সমাবেশ চলাকালীন শুধুমাত্র কর্মকর্তাগণকে প্রতিদিন সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার সরবরাহ করা হয়। তাঁবুতে অংশগ্রহণকারী ইউনিট এবং কর্মকর্তাগণ অবস্থান করেন।

৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বেলা ২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহজাহান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী ও বিশেষ অতিথি স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, পুলিশ সুপার জনাব সরোয়ার হোসেন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান শফিক খান, পৌরসভার মেয়র ও জেলা কমিশনার জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ, সাবেক মেয়র নুরুল আলম বাবু চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার সম্মানিত সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব কামাল উদ্দিন বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, একমাত্র স্কাউটিংই পারে ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুক্ত করতে। অধিক হারে ছাত্র ছাত্রীদেরকে স্কাউটিং এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বিশেষ অতিথি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন, বালক বালিকাদের সুন্দর ও উন্নত মননশীলতা তৈরীর লক্ষ্যে এ ধরণের সমাবেশ আমরা নিয়মিত করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিটি স্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমাবেশ ফ্ল্যাগ উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় ৩য় জেলা স্কাউট সমাবেশ।

সমাবেশ প্রোগ্রামকে তিন ধরনের কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল: ক) শারীরিক কসরত বা খেলাধূলা খ) বুদ্ধিমত্তার বিকাশ বা শিক্ষামূলক মনন ও গ) স্কাউট দক্ষতা। এই তিনটি বিষয়াবলীর মাধ্যমে একজন স্কাউট নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভের মাধ্যমে স্বীয় দক্ষতা সকলের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেছে। একজন স্কাউট ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টিসহ নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছে। সমাবেশে প্রত্যেক স্কাউট এর প্রতিভাকে ১২টি কার্যক্রম বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থাপনার সুযোগ ছিল।

সমাবেশ প্রোগ্রাম

এ সমাবেশের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলোকে প্রতিযোগিতা নামে অবহিত করা হয়েছিল। এবারে ১২টি প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রতি ইউনিটকে নির্ধারিত ০৫টি প্রতিযোগিতা মূলক চ্যালেঞ্জসহ কমপক্ষে ১০টি চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহন করতে হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গুলির মধ্যে ১, ২, ৩, ৪ ও ১০ নম্বর চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা মূলক হিসাবে ধরা হয়েছিল।

সুপ্রভাত

প্রতিদিন সকালে শরীর চর্চার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউটরা প্রতিদিন ভোরে উঠে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে শরীর চর্চার উপযোগী পোশাক পরে "সুপ্রভাত" এ অংশগ্রহণ করে।

কলরব ০২ (আমাদের তাঁবু)

পরিদর্শন করা হয় প্রতিদিন সকালে স্কাউটদের তাঁবু। পরিদর্শক পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট তাবুতে অবস্থানকারী ইউনিটকে একটি লাল/সবুজ/নীল কার্ড দিয়ে মূল্যায়ন করেছেন।

লাল-সবুজ অনুষ্ঠান

আমাদের জাতীয় পতাকা লাল-সবুজ, আর এই জন্যই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানকে

স্কাউট সংবাদ

এবারের সমাবেশে 'লাল-সবুজ অনুষ্ঠান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে সাব ক্যাম্প ভিত্তিক 'লাল-সবুজ অনুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতা-৩ : সাধারণ জ্ঞান

ইহা স্কাউটদের দলীয় ও ব্যক্তিগত মেধা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রতিযোগিতা। এই সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক আকারে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছিল। এতে ছিল মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, খেলাধুলা, সাম্প্রতিক ঘটনা, সাহিত্য, স্কাউটিং এবং ভৌগলিক বিষয়। ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল।

প্রতিযোগিতা-৪ : প্রাথমিক প্রতিবিধান

এ প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহন করে স্কাউটরা পরিবারে ও সমাজে সেবা, হঠাৎ দূর্ঘটনায় শ্রম দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছে। এতে যে বিষয় গুলী ছিল ঃ- ক. মাথার খুলির ব্যান্ডেজ, খ. নী ব্যান্ডেজ, গ. নাকদিয়ে রক্ত পড়া, ঘ. সাপে কাটা, ঙ. রোগী বহন, চ. আর্ম স্লিং। উপরোক্ত যে কোন দুইটিতে অংশগ্রহন করতে হয়েছে।

প্রতিযোগিতা-৫ : ট্রুপ মিটিং

এ প্রতিযোগিতাটি স্কাউটিংয়ে ভর্তি হবার পর থেকেই দলগত ভাবে পরিচালিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে স্কাউটেরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ৬০-৯০ মিনিট সময় স্কাউটিং কার্যক্রম করেছে।

প্রতিযোগিতা-৬ : তাঁবু জলসা

সারা দিনের কর্ম ক্লান্তির পর নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য এ তাঁবু জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে স্ব-স্ব তাঁবুতে, স্ব-স্ব সাব ক্যাম্পে, এরপর কেন্দ্রীয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে স্কাউটরা।

প্রতিযোগিতা-৭ : হাইক

প্রতিযোগিতাটির মাধ্যমে স্কাউটরা পায়ে হেঁটে পাঁচ/ছয় কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গিয়েছিল। পথে নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, হয়ে উঠেছে আত্মনির্ভরশীল। সংঙ্গে ছিল কম্পাস, ফিল্ড বুক, মোবাইলের ম্যাসেজের মাধ্যমে, ট্রাকিং সাইন, রান্নার আসবাবপত্র।

প্রতিযোগিতা-৮ : অনুমান ও পর্যবেক্ষন

এ প্রতিযোগিতাটি চলার পথে একটু সহায়ক কার্যক্রম। অনুমানের বিষয়– ১) জ্যামিতি পদ্ধতিতে দূরত্ব নিরুপন, ২) ইঞ্চি থেকে ফুট পদ্ধতিতে উচ্চতা নিরুপন, ৩) থাম পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য নিরুপন, ৪) ছায়া পদ্ধতিতে উচ্চতা নিরুপন।

প্রতিযোগিতা-৯ : সমাজ উন্নয়ন

আজকের দিনে জাতি গঠনে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা অগ্রগন্য, আমরা স্কাউট, আমরা এ কাজ থেকে বিরত নই। স্কাউটদের জন্য এটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারীত ছিল সেখানে গিয়ে– ক. গ্রামের লোককে স্যালাইন তৈরী ও উপকারীতা বলেছে, খ. সবজি বাগান করবার প্রস্তুতি শিখিয়েছে, গ. ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত করেছে, ঘ. রাস্তার পাশে জঙ্গল পরিস্কার করেছে।

প্রতিযোগিতা-১০ : পাইওনিয়ারিং

পাইওনিয়ারিং হচ্ছে স্কাউটিং এর একটি বিশেষ স্কিল যার মাধ্যমে একজন স্কাউট দড়ির কাজকে সঠিক ভাবে রপ্ত করতে পেরেছে। স্কাউটরা ক) ট্রাইপট, খ) পোল মাংকি ব্রিজ, গ). ট্রাসেল বানানো শিখেছে।

প্রতিযোগিতা-১১ : খেলাধুলা

খেলাধুলা হচ্ছে শিশুদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা, কর্মে দক্ষতা, শৃঙ্খলা বোধ ও দলীয় চেতনা বিকাশে সহায়ক। স্কাউটরা ক) বৌছি, খ) কানামাছি, গ) কাবাডি, ঘ) ভলিবল খেলেছে।

প্রতিযোগিতা-১২ : অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার কাজ

অগ্নিনির্বাপন ও উদ্ধার কাজ এ বিষয়টি প্রাথমিক প্রতিবিধানের একটি বড় কাজ। যার মাধ্যমে সমাজ জীবনে দূর্ঘটনা জনিত এরুপ ঘঠনায় সহায়ক হতে পারবে। এখানে একটি দূর্ঘটনা দেখানো হয়েছে । তা থেকে কিভাবে দূর্ঘটনা জনিত মানুষকে উদ্ধার করতে হয় তাও দেখানো হয়েছে।

মহাতাঁবু জলসা

৩য় মাদারীপুর জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৬ এর মহাতাবু জলসা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে রাত ৭.৩০ মিনিটে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার সম্মানীত সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব কামাল উদ্দিন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার মেয়র ও জেলা কমিশনার জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার সম্মানিত সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব কামাল উদ্দিন বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা সম্পাদক জনাব মোঃ হারুন-বুর রশীদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন- আমি অনেক ভেবে চিন্তে সমাবেশ থীম নির্ধারণ করেছি। আজকের দিনের জন্য থীম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রোগ্রাম চীফ ও বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুরে জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। এছাড়াও মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কর্তৃক অগ্নি প্রজ্জলনের মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি সাব ক্যাম্পের ১০টি আইটেম উপস্থাপন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

১ম উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত

৮ থেকে ১১ জানুয়ারী ২০১৭ কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পুরীতে ২১টি কাব দল অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস কমলনগর উপজেলা।ক্যাম্পুরীর কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন সর্বজনাব কবির আহাম্মদ,এলটি মোঃ কামাল উদ্দিন সি এএলটি ,আবদুল মতিন উডব্যাজার, কামাল উদ্দিন বাহার ,সম্পাদক, মোঃ আবদুর রহমান সি এ এলটি মোঃ নুরুল আমিন সি এএলটি, মোঃ শাহ আলম

সি এএলটি,আহসান উল্লাহ, উডব্যাজার, আনোয়ার হোসেন উডব্যাজার,মোঃ আলা উদ্দিন উডব্যাজার একে এম আবু সাইদ চৌধুরী উডব্যাজার, মোঃ আবুল বাছেত উডব্যাজার, মোঃ শরীফ উদ্দীন উডব্যাজার, আবুল বাশার উডব্যাজার।

৩১৮ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স

১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ রায়পুর উপজেলার মার্চ্চেন্ট একাডেমীতে ৩১৮ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে প্রাথমিক বিদ্যালয়,উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা থেকে মোট ২৩ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব ফেরদৌসী আক্তার। কোর্স লিডার ছিলেন জনাব মোঃ শামছুল আমিন সিএলটি, কোর্স স্টাফ হিসেবে ছিলেন জনাব কবির আহাম্মদ, এলটি,জনাব মোঃ নুরহোসেন, সিএএলটি, জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন,সিএএলটি।

৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬

২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ লক্ষ্মীপুর জেলার সকল উপজেলায় এক যোগে ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর ওলক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বিদ্যুৎ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন জেলা স্কাউটস কমিশনার জনাব কবির আহাম্মদ এলটি, জনাব কামাল উদ্দিন সম্পাদক জেলা স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর। উপজেলা ভিত্তিক ক্যাম্পে অংশগ্রহনকারী স্কাউটসের সংখ্যা যথাক্রমে- রায়পুর উপজেলায়- ৫০ জন, রামগঞ্জ উপজেলায় ৪৬ জন, রামগতি উপজেলায়- ৪৮ জন, কমলনগর উপজেলায়- ৪৮ জন, লক্ষ্মীপুর

সদর উপজেলায়- ৪৭ জন। সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়গন ক্যাম্পের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনূষ্ঠানে অংশগ্রহন করে ক্যাম্পকে সার্থক ও সফল করে তোলেন।

পিএস ডে ক্যাম্প

২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রায়পুর উপজেলার কাজীর দিঘীর পাড় সমাজকল্যান উচ্চবিদ্যালয়ে স্কাউট ছেলে মেয়েদের জন্য প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে পি এস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন।কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন জনাব কবির আহাম্মদ, এলটি, শামছুল আমিন, এএলটি, কামাল উদ্দিন , সিএএলটি, মোঃ নুর হোসেন সিএএলটি মোঃ ওমর ফারুক সিএএলটি, মোঃ আবদুল মজিদ উডব্যাজার, আহমেদ হোসেন ধনু ক্যাম্পে মোট ৪৭জন স্কাউট অংশগ্রহন করে।

তৃতীয় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী ২০১৬

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত রামগতি উপজেলার চরসীতা তোরাব আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩য় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস রামগতি উপজেলা। ক্যাম্পে মোট ২০টি কাব দল অংশ গ্রহন করে। ক্যাম্পুরী কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন সর্বজনাব কবির আহাম্মদ এলটি, মোঃ নুরুল আমিন সিএএলটি,মোঃ শাহ আলম সিএএলটি, মোঃ কামাল উদ্দিন সিএএলটি,আহসান উল্লাহ উডব্যাজার, আনোয়ার হোসেন উডব্যাজার,

একেএম আবু ছাইদ চৌধুরী উডব্যাজার,মোঃ শরীফ উদ্দিন উডব্যাজার, আবুল বাশার উডব্যাজার,আলা উদ্দিন উডব্যাজার। ক্যাম্পুরীর মহতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান এডিসি জেনারেল।

২০৭তম কাব স্কাউটস ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০১৬ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০৭তম কাব স্কাউটস ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন জনাব হাফেজ আহাম্মদ, এএলটি, কোর্স স্টাফদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব কবির আহাম্মদ, এলটি, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস লক্ষ্মীপুর জেলা, জনাব মোঃ নুরুল আমিন, সিএএলটি, জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ, উডব্যাজার, জনাব এ কে এম আবু সাইদ চৌধুরী উডব্যাজার, মোঃ শরীফ উদ্দিন, উডব্যাজার, বজলুর রহমান, উডব্যাজার, ইসমত আরা সাথী উডব্যাজার, কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ নুরুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা। ৩১ জানুয়ারী রাত্রে মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোর্সের সমাপ্তি ঘটে।

১২ তম ট্রেনার্স অ্যাডভান্সডমেন্ট কোর্স

১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম পিটি আইতে জাতীয় সদর দপ্তরের সিডিউল কোর্স ১২ তম ট্রেনার্স অ্যাডভান্সড কোর্স বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন জনাব জামিল আহমেদ এল টি, কোর্স স্টাফ হিসেবে ছিলেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ এলটি, জনাব আ ফ ম আতাউর রহমান এলটি, জনাব ওয়াহিদ উল্লাহ সরকার এলটি, জনাব মোঃ তৌফিক আলী এলটি, জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এলটি, জনাব জেবুন্নাহার বেগম, এলটি, জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল হক এলটি, জনাব নাজমা চৌধুরী এলটি, জনাব রতন চাকমা এলটি। কোর্সে মোট ৩৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয়।কোর্সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্মানিত সভাপতি এবং চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শাহেদা ইসলাম মহোদয়কে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটসের ভবনের জায়গা পরিদর্শন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটসের ভবন নির্মানের জন্য জায়গা পরিদর্শন করেন জনাব মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার উন্নয়ন, জনাব মাহমুদুল হক জাতীয় কমিশনার-প্রকল্প, সাথে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রুহুল আমিন উপ-পরিচালক- প্রকল্প, জনাব ফারুক আহম্মদ-উপপরিচালক, কুমিল্লা অঞ্চল, জনাব মোঃ আবদুল জলিল- প্রকল্প প্রকৌশলী। অতিথি বৃন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাধারন জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, সহ সভাপতি লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটস,জনাব কবির আহাম্মদ এলটি জেলা কমিশনার, জনাব কামাল উদ্দিন সম্পাদক জেলা স্কাউটস, জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ জেলা স্কাউটস লক্ষীপুর, জনাব মোঃ নুর হোসেন, সিএএলটি জেলা স্কাউটস লক্ষ্মীপুর,জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উডব্যাজার উপজেলা কাব লিডার সদর লক্ষ্মীপুর।অতিথিবৃন্দ জেলা স্কাউটসের কর্মকর্তা বৃন্দকে ভবন নির্মানের আশ্বাস দেন তবে জমির কাগজপত্র ঠিক করে রাখা এবং ডিজিটাল সার্ভে করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

■ খবর প্রেরক: কবির আহাম্মদ, এলটি
অগ্রদূত সংবাদদাতা, লক্ষ্মীপুর জেলা

৪ দিন ব্যাপি রংপুর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ২০১৭ অনুষ্ঠিত

'আমরা করব জয়' প্রতিপাদ্যকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর উপজেলা স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় ও আয়োজনে বড়বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর রংপুর মাঠ প্রাঙ্গনে ১৪ থেকে ১৭ জানুয়রি ২০১৭ পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপি রংপুর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ২০১৭ অনুষ্ঠিত হলো। এবারের কাব ক্যাম্পুরিতে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত কাব স্কাউট ইউনিট সমূহ অংশগ্রহণ করে। ১৪ জানুয়ারি সকাল ৯.০০টায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিত রিপোর্টিং এবং ১০টায় অংশগ্রহণকারি কাব স্কাউট ইউনিটের রেজিট্রেশণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ক্যাম্পুরির কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়।

বিকাল ৪.৩০ আনুষ্ঠানিক ভাবে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত, গীতা পাঠ ও সমাবেশ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উক্ত ক্যাম্পুরির উদ্বোধন করা হয়। মাহমুদা বেগম, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ জিয়াউর রহমান-উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর তার বক্তব্যে কাব স্কাউটিং এ রংপুর সদর উপজেলার সাফল্যের কথা তুলে ধরে কাব স্কাউটসহ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে কাবিং বিষয়ক দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাহবুব আলম প্রামাণিক-এলটি, কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক-সভাপতি, বড়বাড়ি বয়েজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্কাউটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। উদ্বোধনের পর থেকেই অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউট সদস্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজ তাঁবু সাজাতে।

ক্যাম্পুরিতে অংশগ্রহণকারি কাবেরা ০৯টি প্রতিযোগিতা তথা শরীর চর্চা, তাবু কলা, কাব স্কাউট পোষাক, জাতীয় পতাকা, প্যাক মিটিং ও টার্ণ আপ, কাব কার্ণিভাল, প্রাথমিক প্রতিবিধান, মৌখিক সংবাদ প্রেরণ এবং তাঁবু জলায় অংশগ্রহণ করে। রংপুর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ২০১৭ এর সম্পাদক হিসেবে মোঃ সামছুল আলম-সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর, ক্যাম্প চীফ হিসেবে মাহমুদা বেগম-কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর, প্রোগ্রাম চীফ হিসেবে আলেয়া খাতুন-এলটি, বাংলাদেশ স্কাউট, দ্বায়িত্ব পালন করেন। ক্যাম্প স্টাফ হিসেবে ছিলেন মোঃ রেজাউল ইসলাম শামীম-যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর, মোছাঃ শামীম আরা সীমা-কাব লিডার, মোছাঃ নাছরিন আক্তার-কাব লিডার, মোছাঃ তানিয়া আক্তার-কাব লিডার, মোঃ আবু সাঈদ- কাব লিডার এছাড়াও উপজেলা স্কাউটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দ্বায়িত্ব পালন করেন। ক্যাম্পুরিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা, সফল ও সার্থক করতে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে মোঃ মনিরুজ্জামান-এসআরএম, রংপুর সরকারি কলেজ রোভার গ্রুপ, মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন-রোভার র.প.ই, হরিশংকর রায়-রোভার র.প.ই এবং মোঃ রুবেল আনসারি নিরলসভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে দ্বায়িত্ব পালন করেন।

কাব স্কাউট প্রতিষ্ঠাতা বিপির ক্ষুদে সেনা কাবদের পাদচারনায় ভোর থেকে গভির রাত্রি পর্যন্ত পাখির কলকাকলির মত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ক্যাম্প ভ্যেনু। ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭.৩০টায় অনুষ্ঠিত হয় কাবদের সবচেয় আনন্দের অনুষ্ঠান মহা তাঁবু জলসা। এনামুল হক মাজেদি-কোষাধ্যক্ষ সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর, এর সভাপতিত্বে তাঁবু জলসায় বিশেষ অতিথি মোঃ সিদ্দিকুর রহামান-নির্বাহী কমিটির সদস্য বাংলাদেশ স্কাউটস, তার বক্তব্যে কাবদের খোঁজ খবর নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব ওসমান গণি-জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রংপুর, জনাব এ.বি. এম জাহিদুল ইসলাম-ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোতয়ালী থানা রংপুর, জনাব আবু সাঈদ আব্দুল ওয়াহিদ-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রংপুর সদর। বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে কাবিং শিক্ষা বিষয়ক অনেক কথা তুলে ধরে বলেন মাদক, নেশা, দুর্নীতি মুক্ত এবং প্রগতিশীল সমাজ গড়তে কাব স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলঙ্কিত করেন মোঃ জিয়াউর রহমান-উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর সদর, তার বক্তব্যে ক্যাম্পুরি পরিচালনাকারি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাবিং কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে কাবদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। পরে ফানুস উড়িয়ে অগ্নি শিখা প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে তাঁবুজলসার উদ্বোধন করেন। এ সময় আনন্দঘণ মুহূর্তে সকলে এক কণ্ঠে গেয়ে উঠেন ক্যাম্প ফায়ার সংগীত "ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্প ফায়ার আজ আমাদের ক্যাম্প ফায়ার"। কাবদের এই মহা তাঁবু জলসা উপভোগ করতে স্থানীয় জনগণ ছুটে চলে এসে ভিড় জমায়। পরে অংশগ্রহণকারি কাব ইউনিট সমূহ থেকে নির্বাচিত কাব ইউনিট গুলো নৃত্য, গান, মুখাভিনয় এবং অভিনয় পরিবেশন করে। তাঁবু জলসায় আনন্দ, উল্লাস শেষে আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ সহ সকলে নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করে। ১৭ জানুয়ারি ক্যাম্প মূল্যায়ন এবং প্যাক আপ পরিদর্শন শেষে কাব ইউনিট সমূহ মাঠ ত্যাগ করে ফিরে যায় নিজ নিজ গন্তব্যে।

বাড়ি ফেরার পথে এক কাব সদস্য বলে, "এখানে আমরা অনেক অজানাকে জেনেছি, নতুন নতুন অনেক কিছু শিখেছি, আমরা এখান থেকে পাওয়া শিক্ষা গুলো বাস্তবে কাজে লাগাব।" কাব সদস্যদের এমন প্রত্যাশা নিয়েই সমাপ্তি ঘটে রংপুর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরি ২০১৭।

■ খবর প্রেরক: মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন
রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

হবিগঞ্জ জেলা স্কাউট সমাবেশ পরিদর্শন করলেন সিলেট অঞ্চলের স্কাউট নেতৃবৃন্দ

পঞ্চদশ হবিগঞ্জ জেলা স্কাউট সমাবেশ পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ গত ১৫ জানুয়ারি হবিগঞ্জের রিচি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ হবিগঞ্জ জেলা স্কাউট সমাবেশ পরিদর্শন করেন। তারা সমাবেশে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কাউট ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং স্কাউট ও গার্ল-ইন স্কাউটদের সাথে কথা বলেন। স্কাউদের কাছে সমাবেশে অংশগ্রহণে সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে চান। পরিদর্শনকালে সিলেট অঞ্চলের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম এএলটি, আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা, সিলেট মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউটসের সম্পাদক ওয়াহিদুল হক, অফিস সুপার অজয় কুমার দে, বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র অগ্রদূতের সিলেট প্রতিনিধি খন্দকার মোহাম্মদ শাহনুর।

সমাবেশ পরিদর্শন করতে হবিগঞ্জ সমাবেশস্থলে গেলে এসময় নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ স্কাউটস, হবিগঞ্জ জেলা কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জেলা স্কাউটস সম্পাদক কাজী কামাল উদ্দিন, জেলা স্কাউট লিডার মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় নেতৃবৃন্দ সমাবেশ পরিদর্শন শেষে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সমাবেশে সফল আয়োজনের জন্য হবিগঞ্জ জেলা স্কাউটসের ধন্যবাদ জানান। সমাবেশে ৬১টি স্কাউট ও ১৫টি গার্লস-ইন স্কাউট দলসহ মোট ৬১টি দল অংশগ্রহণ করে।

জুড়ী ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী সম্পন্ন

“সমৃদ্ধ কাবিং, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শেষ হয়েছে মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলা ২য় কাব ক্যাম্পুরী। ১৫ থেকে ১৮ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত চা-বাগান বেষ্টিত প্রাকৃতি সৌন্দর্যে ঘেরা জুড়ীর ফুলতলা বশির উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত কাব ক্যাম্পুরীতে ৬৬টি কাব স্কাউট ও ১৫টি গার্লস-ইন কাবদল সহ ৮১টি দল অংশগ্রহণ করে।

১৮জানুয়ারি “বাধার পাহাড় পেরিয়ে যাবো, আমরা কাবের দল” মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট কমিশনার ও বিশিষ্ট গীতিকার স.ব.ম দানিয়ালের কথা ও সুরে ক্যাম্পুরী সঙ্গীতের মূর্চনায় সূচিত মহাতাঁবু জলসার মাধ্যমে সমাপনী দিনে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার। এসময় তিনি বলেন, মানবসেবার একটি উত্তম মাধ্যম হচ্ছে স্কাউটিং। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে নিষ্ঠা ও ভালবাসায় মানুষকে সেবা করা যায়। স্কাউটিং জীবনকে পাল্টে দেয়। তিনি ছোট্ট সোনামনিদের উদ্দেশ্যে বলেন, সর্বাগ্রে লেখাপড়াকে প্রাধান্য দিতে হবে তারপর স্কাউটিং। তিনি শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য তাগিদ প্রদান করেন।

উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছির উল্লাহ খানের সভাপতিত্বে উপজেলা সম্পাদক আরমান আলীর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা স্কাউটসের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক তোফায়েল ইসলাম, জুড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান গুলশান আরা মিলি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার রাজন কুমার সাহা, উপজেলা স্কাউটস কমিশনার রিংকু রঞ্জন দাস, উপজেলা কাব লিডার প্রণয় রঞ্জন দাস। ডাক টিলা, ভজি টিলা ও লাটি টিলা নামে ৩টি সাব-ক্যাম্পে বিভক্ত ক্যাম্পুরীতে বিপুল সংখ্যক রোভার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন।

এদিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৭-২০ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত সিরাজ উদ্দিন আহমদ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত কাব ক্যাম্পুরীর সমাপনি দিনে প্রধান অতিথি হিসিবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ আজম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথ মিক শিক্ষা সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক তাহমিন খাতুন, উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহেদ মোস্তফা, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেঃ মূল্যাঃ) ইসমাইল আলী বাচ্চু প্রমুখ।

ক্যাম্পুরীতে ৪৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোহাম্মদ শাহনুর
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিলেট

৩য় নাটোর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী

৩য় নাটোর সদর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী গ্রীন একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাটোর সদর মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে নাটোরের জেলা প্রশাসক মো: খলিলুর রহমান কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নফিসা বেগম, প্রাক্তন নাটোর পৌর মেয়র এড. মোঃ কামরুল ইসলাম, জেলা স্কাউটস সম্পাদক, নাটোর সঞ্জীব কুমার সরকার, মোঃ সৈকত হোসেন, এডি, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চল।

তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী আতিয়ুর রহমান, অতিঃ জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নাটোর, বিশেষ অতিথি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ, দিঘাপতিয়া এম কে অনার্স কলেজ ও কমিশনার জেলা রোভার, নাটোর, মোঃ আলী আশরাফ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নাটোর, সদর, নাসিমা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, গ্রীন একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয় ও কোষাধ্যক্ষ, জেলা স্কাউটস নাটোর। সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর। কাব শিশুরা তাদের পরিবেশনায় তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। ক্যাম্পুরীতে ২৪টি দল অংশ নেয়।

৬তম নাটোর জেলা স্কাউট সামবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস নাটোর জেলা এর আয়োজনে ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ স্থানীয় নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬তম নাটোর জেলা স্কাউট সামবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান ভূইয়া সামাবেশের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম মোস্তফা, সভাপত্বি করেন জেলা সম্পাদক সঞ্জীব কুমার সরকার।

সমাবেশের ৪র্থ দিন সন্ধ্যা ৭টায় মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোরের জেলা প্রশাসক শাহিনা খাতুন, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমান ২১ডিসেম্বর পতাকা নামানো ও সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যেমে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সমাবেশে জেলার ৪৪টি দল অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: এস এম আবুল কাওসার
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, নাটোর সদর উপজেলা

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা ক্যাম্প

"এসো সেবারমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করি" এই স্লোগান সামনে রেখে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের ৫ম দীক্ষা ক্যাম্প স্থায়ী ক্যাম্পাস, আশুলিয়া, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে বিপি-পিটি ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক শুরু হয়। দিনব্যাপি দীক্ষা ক্যাম্পে রোভারা হাইকিং, কিমস গেম ও বনকলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। রোভার সহচরদের স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি হিসাবে আত্মশুদ্ধি করানো হয়।

দীক্ষা ক্যাম্পে পিআরএস ও গার্ল ইন রোভার লিডার ফারহানা রহমান সেতু রোভারদের উদ্দেশে বলেন রোভার সহচরামুলত দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রোভার স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। তাই এই দিনটি রোভার সহচরাদের জন্য একটি স্মরনীয় দিন। রোভার লিডার সাইফুল ইসলাম বলেন ব্যাডেন পাওয়েলের মূলমন্ত্র বুকে লালন করে নবাগত রোভারদের হাত ধরে স্কাউটিং আরো বহুদুর এগিয়ে যাবে বলে আশা করি। পরে নবাগত রোভারদের দীক্ষা প্রদান করা হয়।

গার্ল-ইন-রোভারদের দীক্ষা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট (পিআরএস) ও ডিআইইউ গার্ল ইন রোভার লিডার ফারহানা রহমান সেতু এবং রোভারদের দীক্ষা প্রদান করেন ডিআইইউ রোভার লিডার জনসংযোগ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম খান। রোভার সহচরের সকল প্রোগ্রাম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে ৪ জন গার্ল-ইন রোভারসহ ১৪ জন রোভার দীক্ষা গ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ নাজমুল হাছান
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ

বার্ষিক তাঁবুবাস

বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা রোভার এর আওতাধীন অন্যতম প্রতিষ্ঠান ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ এর বার্ষিক তাবুঁবাস ও হাইকিং ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মঞ্জরুল আলম, আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরহাদ হোসেন উপাধ্যক্ষ, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রোভার স্কাউট লিডার ও গ্রুপ সম্পাদক জনাব রফিক আহমদ, জনাব আনোয়ার হোসেন, আরএসএল, ইউনিট (খ), কামরুল নাহার, আর.এস.এল. গার্লস ইন রোভার ইউনিট (গ), বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ ও জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রোভার মেটগন। ৬৫ জন সহচর স্তর এর রোভার ও ২৪ জন গার্লস-ইন সহচর স্তর রোভার এর সক্রিয় অংশগ্রহণে ৭টি উপদল এ সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সমূহে অংশগ্রহণ করে। দুপুরের পর সিনিয়র রোভার মেট ইমাম উদ্দিন এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক রোমাঞ্চকর হাইকিং। বিকালে প্রত্যেক উপদলের অংশগ্রহণে এক মনমুগ্ধকর তাবুঁজলসার মধ্য দিয়ে বার্ষিক তাবুঁজলসা ও হাইকিং এর সমাপ্তি হয়।

■ খবর প্রেরক: তন্ময় রায়
জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
ও অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ফেনী

সিরাজগঞ্জে তাঁবুবাস ও দীক্ষা ক্যাম্প

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক তাবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান ২২ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সাইফুল ইসলাম দীক্ষা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় রোভার নেতা ও সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের কমিশনার জনাব আমিনুল ইসলাম, সম্পাদক মোঃ শামসুল হক, অত্র কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা, রাজশাহী বিভাগীয় শ্রেষ্ট রোভার ইমন আলী, বিভিন্ন কলেজের এস আর এমসহ প্রমুখ। নতুন সদস্যরা কলেজে স্কাউট সিলেবাস শেষ করার পর তারা এই দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ৪টি উপদলে ভাগ হয়ে তারা বিভিন্ন স্কাউট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ছিল হাইকিং, সমাজ সেবা, ভিজিল, কিমস গেমস, সাধারণ জ্ঞান, পাইওনেয়ারিং। ব্যাজ, ও স্কার্ফ পরিয়ে ৩২ জন সহচরকে দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা প্রদান করেন কলেজের সম্মানিত আর এস এল মহোদয়। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় মহাতাবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহাতাবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের সম্মানিত কমিশনার, সম্পাদক, কোষাধক্ষ্য ও অন্যান্য স্কাউট ব্যক্তিবর্গ।

জামালপুর জেলা রোভারের আয়োজনে রোভার মেট কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে ৩-৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ১৬তম রোভার মেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটির মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহাতাঁবু জলসা উদ্বোধন করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। তিনি বলেন যে, রোভার স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মির্জা আজম কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যমুনা সরকাখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল করিম, জেলা রোভারের সম্পাদক আলহাজ্ব আলী আকবর ফকীর প্রমুখ। কোর্সে জামালপুর জেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে ১৭ জন গার্ল-ইন রোভার সহ মোট ৫৫জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। জেলার সকল কলেজ ও মাদ্রাসায় রোভার স্কাউট দলের ক্রুমিটিং কার্যকরভাবে পরিচালনায় রোভার মেটদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রোভার মেট কোর্স আয়োজন করা হয়। ১৬তম রোভার মেট কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক স্কাউটার মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাবের উডব্যাজার। কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ রুহুল ফোরকান উডব্যাজার, জামালপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ স্কাউটার মোঃ মাসুদুল হাসান কালাম পিএস, স্কাউটার মোঃ রফিকুল ইসলাম রতন পিএস, স্কাউটার মোঃ খালেকুজ্জামান, স্কাউটার সবিতা পারভিন সিএএলটি প্রমুখ। কোর্সটি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন জামালপুর জেলা রোভারের কমিশনার স্কাউটার কমল কান্তি গোপ এএলটি।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আকতার হোসেন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

ময়মনসিংহে রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন

২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ময়মনসিংহ সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এই কার্যক্রম। উক্ত ওরিয়েন্টেশনের পরিচালক ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন এবং মটিভেটর হিসেবে সেশন পরিচালনা করেছিলেন নেপ এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব ড.আফরিন।

■ খবর প্রেরক: জন্মজয় কুমার দাশ
ইউনিট লিডার, চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপ
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 01, January-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578